Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনতিফা আমান তাইফা

রোলঃ 216021789

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনতিফা আমান তাইফা

রোলঃ 216021789

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনতিফা আমান তাইফা, আইডিঃ 216021789 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ইনতিফা আমান তাইফা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইনতিফা আমান তাইফা

আইডিঃ 216021789

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

মুমিন কারা? 8

ইসলাম ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য 11

মুমিন ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য 12

মুমিনের গুণাবলী 14

মুমিন ঈমান আনে ও অদৃশ্যে বিশ্বাস করে 15

আল্লাহর প্রতি ঈমান 16

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান 18

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান 19

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে 20

আখিরাতের বিচার দিবসের প্রতি ঈমান 22

তাকদীরের প্রতি ঈমান 23

মুমিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবকিছু থেকে অধিক ভালোবাসে 24

মুমিন সালাত আদায়কারী 26

মুমিন যাকাত আদায়কারী 28

মুমিন সাদাকাকারী 31

মুমিন সাওম পালনকারী 33

মুমিন কুরআন তিলাওয়াতকারী 35

মুমিন সুন্নাহ মেনে জীবন পরিচালনা করে 36

মুমিনের অন্তর কুরআনের আয়াত শুনে কেঁপে ওঠে 37

মুমিন অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকে 37

মুমিন নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে 39

মুমিন আমানত রক্ষাকারী 40

মুমিন অঙ্গীকার পালনকারী 41

মুমিন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে 42

মুমিন আল্লাহর সাথে শিরক করে না 43

মুমিন জিনা করে না 45

মুমিন খুশু-খুযু সহকারে সালাত আদায়কারী 45

মুমিন পিতা-মাতার সাথে সদাচারী 47
মুমিন জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী 48
মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করে 50
মুমিন মূর্খদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলে 50
মুমিন প্রতিবেশীর সাথে সদাচারী 51
মুমিন তাক্বওয়া অবলম্বনকারী 52
মুমিন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী 53
মুমিন মিথ্যা বলে না 54
মুমিন সত্যবাদী হয় 55
মুমিন হয় ভালো কথা বলে না হয় চুপ থাকে 56
মুমিন ক্ষমাকারী 57
মুমিনের বন্ধু আল্লাহ 58
মুমিন মুমিনের প্রাচীর-স্বরুপ 59
মুমিন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী 60
মুমিন তাওবাকারী 61
মুমিন যিকিরকারী 62
মুমিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে 62
মুমিনের অন্তর আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে উদগ্রীব থাকে 63
দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার-স্বরূপ 64
মুমিন অল্প আহারকারী 64
মুমিন সহজ-সরল ও উদার মনের অধিকারী 65
মুমিন মানুষের সাথে মেশে 66
মুমিন সালাম আদান-প্রদানকারী 66
মুমিন সৎ কাজের আদেশকারী ও মন্দ কাজের নিষেধকারী 67
মুমিন আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে 68
মুমিন অন্যের প্রতি জুলুম করে না 68
মুমিন অন্যের কষ্ট দূর করে 69
মুমিন সবরকারী বা ধৈর্যশীল 69
মুমিন কখনো হতাশ ও নিরাশ হয় না 70
মুমিন তাহাজ্জুদ আদায়কারী 71

মুমিন জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকে........ 71
মুমিন গীবত থেকে বেঁচে থাকে........ 72
মুমিন অপচয় করে না........ 73
মুমিন কারো হক নষ্ট করে না........ 73
মুমিন সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকে........ 74
মুমিন আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে........ 75
মুমিন রাগ ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী........ 76
মুমিন অলসতা ত্যাগ করে উদ্যমী হয়........ 77
মুমিন ইয়াতিমের হক নষ্ট করে না........ 78
মুমিন ওজন ও পরিমাপে ইনসাফ করে........ 79
মুমিন কটুভাষী হতে পারে না........ 80
মুমিনের সুখেও কল্যাণ, দুঃখেও কল্যাণ........ 80
কাফেরদের আলামত........ 82
১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের অভাব........ 82
২. নফসানী (দুনিয়াবী) আকাঙ্ক্ষা ও অহংকার........ 83
৩. আল্লাহ ও কোরআনকে অস্বীকার করা........ 83
৪. ঈমানের প্রতি শত্রুতা........ 84
৫. পরকাল বা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস........ 85
৬. একমাত্র আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ায় বিশ্বাসের অভাব........ 85
৭. ইসলাম বা ইসলামী আইনকে অগ্রাহ্য করা........ 86
মুনাফিকের আলামত........ 86
১. মিথ্যা বলা........ 87
২. অমান্যকারী মনোভাব........ 87
৩. নামাজে অলসতা ও দম্ভ........ 88
৪. মুমিনদের ক্ষতি করার চেষ্টা........ 88
৫. অন্তরে সন্দেহ থাকা........ 89
৬. দ্বিমুখী আচরণ করা........ 89
মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য........ 90
১. বিশ্বাসের দিক থেকে পার্থক্য........ 90
২. কথা ও কর্মের দিক থেকে পার্থক্য........ 91

৩. নামাজ ও ইবাদতের দিক থেকে পার্থক্য 91
৪. পরকালীন অবস্থার দিক থেকে পার্থক্য 92
মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য 93
কাফের ও মুনাফিকের শাস্তি 96
কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার উপায় 99
১. সঠিক বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করা 99
২. আমল ঠিক রাখা (সৎকর্ম করা) 99
৩. মিথ্যা এবং প্রতারণা থেকে বিরত থাকা 100
৪. নিয়মিত কোরআন পড়া ও শিক্ষা নেওয়া 100
৫. মুমিনদের সঙ্গে মেলামেশা করা 100
৬. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া 100
৭. পরকাল স্মরণ করা 101
মুমিনের মর্যাদা 101
মুমিনের গুণাবলী অর্জনের উপায় সমূহ 105
১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা 105
২. নামাজ কায়েম করা 105
৩. কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করা 105
৪. সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা 105
৫. ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল করা 105
৬. দানশীলতা ও যাকাত প্রদান করা 106
৭. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ও প্রস্তুতি 106
৮. নৈতিকতা ও আদর্শ আচরণ 106
৯. আন্তরিকতা ও বিনয় 106
১০. প্রতিদিন আল্লাহকে স্মরণ করা ও তওবা করা 106
উপসংহার 107
তথ্যসূত্র 108

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ لآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ،وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . صَلّي اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَعَلي اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.بِسْمِ اللِه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুষকে মূলত দুটি দলে ভাগ করেছে: মুমিন বা বিশ্বাসী এবং কাফির বা অবিশ্বাসী। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাসই কর্মের মূলভিত্তি এবং কর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তির চরিত্র প্রকাশ পায়। সমাজে ভালো মানুষ গড়ে তোলার জন্য ইসলাম প্রথমে মানুষের বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে কোরআনে মুমিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এই পরিভাষাটি সবার কাছেই পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য কী, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণার অভাব রয়েছে। ফলে, আমরা ঈমানের আসল সুফল থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছি, তেমনি আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে অন্যদেরও আকৃষ্ট করতে পারছি না।

মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি সঠিক বিশ্বাস ও তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণের উপর। ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কোরআন এবং হাদিসে মুমিন, কাফের, এবং মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, আচরণ, এবং পরিণতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এসব গুণাবলী এবং দৃষ্টান্তসমূহ একজন মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুমিনের ঈমানদার চরিত্র, মুনাফিকের দ্বিমুখী আচরণ এবং কাফেরদের অবিশ্বাস নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মুমিনের গুণাবলী কেবল ঈমানের সাথে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর প্রতিফলন দেখা যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। তারা সৎকর্ম, ধৈর্য, এবং পরোপকারিতার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে, মুনাফিকদের দ্বিমুখী আচরণ এবং কাফেরদের অবিশ্বাস মানবসমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো কোরআন ও হাদিসের আলোকে মুমিনের গুণ ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি মুমিনের সাথে মুনাফিক, এবং কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের গুণাবলী ও আচরণের বিশ্লেষণ করা। এতে করে ইসলামি জীবনধারার গুরুত্ব এবং এর প্রভাব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা যাবে। গবেষণাটি ব্যক্তি, সমাজ এবং আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিন শ্রেণির মানুষের অবস্থান এবং তাদের আচরণের ফলাফলকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

এই প্রেক্ষাপটে, গবেষণায় মুমিনের গুণাবলী, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, কাফেরদের আলামত এবং তাদের পরিণতি নিয়ে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনাগুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কিভাবে মুমিন হওয়ার গুণাবলী অর্জন করা যায় এবং কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মুমিন কারা?

মুমিন (الْمُؤْمِنُ) একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসী। মুমিন বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। সে সর্বদা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং আল্লাহর দেয়া নিয়মগুলো নিজের জীবনের সাথে মেলাতে চেষ্টা করে। আল্লাহর প্রতি অবিচল ভালোবাসা ও আনুগত্যই একজন মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও ভয় একত্রে ধারণ করাই মুমিনের মূল বৈশিষ্ট্য। তার ধ্যান, জ্ঞান, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা—সবকিছুর মূলকেন্দ্র আল্লাহ। আল্লাহ যা চান, একজন মুমিনও তা-ই চায়। তার জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হল আল্লাহকে পাওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মুমিনদের বিশ্বাসের বিষয় গুলো স্পষ্টভাবে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে:

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

"যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করে। আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা সফল হবে।"

-(সূরা বাকারাহ: ৩-৫)

কুরআনের এই আয়াতে মুমিনের ঈমানের দাবি হিসেবে রয়েছে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করা, নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের উপর প্রেরিত কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। আর তারা নামাজ আদায় করে ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।

আবার, সূরা বাকারাহর ২৮৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ٢٨٥

"রসূল (সাঃ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'।"

-(সূরা বাকারাহ: ২৮৫)

এছাড়াও, মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরো বলেন:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

"মু'মিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"

- (সূরা আনফাল: ২)

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ ۚ

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত।"

-(সূরা আত-তাওবা: ১১১)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা শাইতানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল।"

-(সূরা আন-নিসা: ৭৬)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٦٥

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"

-(সূরা আন-নিসা: ৬৫)

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ ۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ٣٦

“আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দুরে সরে পড়ল।”

–

(সূরা আল আহযাব: ৩৬)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥

“মু’মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।”

-(সূরা হুজরাত: ১৫)

অর্থাৎ, মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের উপর, ফেরেশতাদের উপর, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর, পরকালে পুনরুত্থিত হওয়ার উপর ও লিপিবদ্ধ তাকদীরের উপর পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে।

ইসলাম ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য

ইসলাম হলো আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে নিজেকে দূরে রাখা। এটি এমন এক ধর্ম, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর।”

-(সূরা আল-ইমরান: ১৯)

আবার, সূরা আল-ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٨٥

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” -(সূরা আল-ইমরান: ৮৫)

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বা আত্মসমর্পনকারী বলা হয়। কেননা মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যেসব বিধি-বিধান এসেছে সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ করে ও আনুগত্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١١٢

“বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আর সৎকর্মশীল হয়, তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট পুণ্যফল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ নেই।”

-(সূরা বাকারাহ: ১১২)

মুমিন ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য

মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে মেনে নেয় ও বিশ্বাস করে। অন্যদিকে, মুমিন হলো সেই ব্যক্তি, যে ইসলামকে শুধু বিশ্বাসই করে না, বরং তা অন্তরে ও বাইরে ধারণ

করে এবং ইসলামের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করে। সহজভাবে বলতে গেলে, সব মুমিন মুসলিম হলেও, সব মুসলিম মুমিন নয়।

মুমিনের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাসী, ঈমানদার, আস্থাজ্ঞাপনকারী ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ঈমানের ঘোষণা দেয়, সে-ই মুমিন। ইসলামি পরিভাষায় মুমিন তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি এক আল্লাহ, তাঁর রাসুলগণ, ফেরেশতাগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আখেরাত এবং তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রকৃত মুমিন সাধারণত আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীত কাজ করতে পারে না, নামাজে আন্তরিক হয়, জাকাত দেয়, অহেতুক কথা ও কাজে নিজেকে জড়ায় না, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। **(সুরা মুমিনুন: ১-১১)**। এছাড়াও, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে। (সুরা তাওবা: ৭১)

অন্যদিকে যারা আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) আদেশ মানে না এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাদের আচরণ মুমিনের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রিয়নবীজি হাদিসে মুমিন ও পাপিষ্টদের চেনার একটি সাধারণ উপায় বলেছেন। তা হলো- মুমিনরা ভদ্র ও চিন্তাশীল হয় আর পাপিষ্টরা ধোকাবাজ, কৃপণ ও অসভ্য হয়।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ***মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোকাবাজ, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে।***

-

(সুনানে তিরমিজি: ১৯৬৪)

এই হাদিসে অনৈতিক ব্যক্তিদের প্রকৃত মুমিন থেকে আলাদা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি কেউ নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, কিন্তু তার মধ্যে প্রতারণা, কৃপণতা বা অসভ্যতার মতো বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সে প্রকৃত মুমিনের গুণাবলি থেকে দূরে থাকে।

পাপিষ্ঠদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন, তারা সবসময় নিজের স্বার্থকে সবার উপরে রাখে এবং অন্যদের কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

'সে তো মুমিন নয়, যে নিজে তৃপ্তিভরে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী থাকে অনাহারে, অর্ধাহারে।' ***-(আল আদাবুল মুফরাদ: ১১২)***

অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন,

*"আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়।' জানতে চাওয়া হলো- 'কে ইয়া রাসুলুল্লাহ!' তিনি বললেন, 'যার অনিষ্ট ও উৎপীড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।"-****(বুখারী: ৬০১৬)***

মুমিনের গুণাবলী

মুমিনের গুণাবলী ইসলামিক জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা একজন বিশ্বাসীকে আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। একজন মুমিন বা প্রকৃত ঈমানদার কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই থেমে থাকেন না, বরং নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামিক নীতি ও মূল্যবোধের অনুসরণ করেন। কোরআন ও হাদিসে মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা তাকে সততা, বিনয়, ধৈর্য ও অন্যের প্রতি সহমর্মিতায় অনন্য করে তোলে। এই গুণাবলিগুলো কেবল তার ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, বরং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে একজন মুমিন যেসব বিশেষ গুণের অধিকারী হন, সেগুলো আমাদের জীবনের আদর্শ হয়ে থাকে।

মুমিনের গুণাবলী ইসলামি জীবন ও আদর্শের এক বিশিষ্ট অংশ, যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিন বা প্রকৃত বিশ্বাসী তার প্রতিটি কর্মে আল্লাহর নির্দেশনাসমূহের প্রতিফলন ঘটে। কুরআন ও হাদিসে মুমিনের এমন সব গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষে পৌঁছে দেয়। মুমিনের গুণাবলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, নামাজ আদায়, যাকাত প্রদান, সত্যবাদিতা, ধৈর্যধারণ, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ, দানশীলতা, এবং নৈতিকতার চর্চা। এ গুণাবলি তাকে শুধু একজন নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে না, বরং সমাজে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করে।

কুরআনে উল্লেখিত আছে,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

"মু'মিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"

- (সূরা আনফাল: ২)

এই আয়াত থেকেই মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ স্পষ্ট হয়। আল্লাহর প্রতি গভীর অনুভূতি ও আনুগত্য। আবার হাদিসে মুমিন ও পাপিষ্ঠের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে বলা হয়েছে,

"মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে থাকে; আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে"   -(সুনানে তিরমিজি: ১৯৬৪)

মুমিনরা সাধারণত অহেতুক কাজ ও কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে। তাদের জীবন শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণেই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্যও আশীর্বাদস্বরূপ। ইসলাম এই গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে এমন একটি জীবনযাপনের পদ্ধতি দিয়েছে, যা একজন মুমিনকে মানবতার উন্নয়ন, শান্তি এবং কল্যাণের ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই লেখায় আমরা মুমিনের গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কিভাবে এই গুণগুলো একজন মুমিনের জীবনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

মুমিন ঈমান আনে ও অদৃশ্যে বিশ্বাস করে

ঈমানদার ব্যক্তিকেই মুমিন বলে। মুমিনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে ঈমান আনে। ঈমান শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "আমান (أمن)" থেকে, যার অর্থ হলো বিশ্বাস, নিরাপত্তা, বা ভরসা করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানে হলো তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সমস্ত জগতের একক মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। এই বিশ্বাস তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করতে এবং তাঁর বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। অদৃশ্য বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এমন সমস্ত কিছু যা মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে। যেমন ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত এবং তাকদীর (ভাগ্য)। একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর সৃষ্টি অনেক কিছুই আমাদের চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সেগুলো বিদ্যমান। অদৃশ্যের প্রতি এই বিশ্বাস মুমিনদের আল্লাহর প্রতি ভরসা ও আত্মসমর্পণকে আরও দৃঢ় করে।

অর্থাৎ মুমিন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনে, নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, আখিরাতের বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনে, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে, এবং মৃত্যুর পর জীবিত হবার বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান

মুমিন মহান রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং আরো স্বীকৃতি দেয় এই সমস্ত আসমান-জমীনের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই। তিনি সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক। তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী ও ভুলের উর্ধ্বে। কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٥٤

"নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বরকতময়।" -

(সূরা আরাফ: ৫৪)

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٤

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

-(সূরা হাশর: ২২-২৪)

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বূদ থাকত তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের রাব্ব (অধিপতি) আল্লাহ পবিত্র, মহান।" -(সূরা আম্বিয়া: ২২)

মুমিন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে মেনে নেয়। অর্থাৎ, সৃষ্টি করা, রিজিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।"

-(সূরা রুম: ৪০)

এরপর, মুমিন আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস করে অর্থাৎ, ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক হিসেবে জানে। যেমন: স্বলাত, রোজা, দান-সাদাকা ইত্যাদি। যাবতীয় সমস্ত ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যই করে।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"
-(সূরা আম্বিয়া: ২৫)

এবং, সর্বোপরি, আল্লাহর সমস্ত সুন্দর নাম ও গুণাবলী সমূহের প্রতি মুমিন ঈমান আনে। এ গুণগুলো কেবল আল্লাহরই যা আর কারো নেই।

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِىٓ أَسۡمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠

"আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।"

-(সূরা আরাফ: ১৮০)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ইসলামের ছয়টি মৌলিক ঈমানের একটি অংশ। এটি একজন মুসলিমের বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ফেরেশতারা আল্লাহর একটি বিশেষ সৃষ্টিজীব এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য নিযুক্ত। তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ইসলামের মূল আকিদা বা বিশ্বাসের অংশ।

ফেরেশতারা নূর (আলোর) থেকে সৃষ্টি বিশেষ সত্তা। তারা মানুষের মতো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা প্রবৃত্তি নিয়ে সৃষ্টি হননি এবং আল্লাহর কোনো নির্দেশ অমান্য করেন না। কুরআন ও হাদিসে ফেরেশতাদের বিভিন্ন কাজ ও গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। ফেরেশতারা আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তারা আলোর সত্তা। তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ক্লান্তি নেই। ফেরেশতারা কখনো পাপ করেন না। তারা সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালন করেন। সাধারণ অবস্থায় তাদের দেখা যায় না। তবে আল্লাহ চাইলে তাদের দেখা সম্ভব। আল্লাহ এদের মধ্যে কাউকে কাউকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। যেমন: জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফিল এছাড়াও অরো অনেকে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনার পাশাপাশি মুমিন আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতিও বিশ্বাস করে। কুরআনে বর্ণিত রয়েছে:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١٣٦

“হে মু’মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে কেহ আল্লাহ, তদ্বীয় ফেরেশ্তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।”

-(সূরা নিসা: ১৩৬)

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٢

“আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ্ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকাদের কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।” -

(সূরা নিসা: ১৭২)

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর একটি। আল্লাহ তাআলা মানুষের দিশারী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে কিতাব প্রেরণ

করেছেন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবন-যাপনের সঠিক পথ ও চূড়ান্ত সত্যের দিশা প্রদান করে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে আল্লাহর প্রেরিত চারটি প্রধান কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে: তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মূসা (আ.)-এর ওপর। এটি বনী ইসরাইলের জন্য নাজিলকৃত নির্দেশনা। যবূর অবতীর্ণ হয়েছে হজরত দাউদ (আ.)-এর ওপর। এতে আল্লাহর প্রশংসা ও উপদেশমূলক বাণী রয়েছে। ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ঈসা (আ.)-এর ওপর। এটি ছিল তাওরাতের পরবর্তী দিশারী হিসেবে প্রেরিত। কুরআনুল কারীম সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত কিতাব। এটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর। কুরআন মানবজাতির জন্য সর্বজনীন ও চিরন্তন হেদায়েত।

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣

“তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন।" -

(সূরা আল-ইমরান: ০৩)

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ

“রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।”

-(সূরা বাক্বারহ: ১৮৫)

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান বিশ্বাস। এটি ইসলামের ছয়টি ঈমানের মৌলিক বিষয়ের একটি এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা মানা ফরজ। নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব জাতির প্রতি সত্য ও সঠিক পথের দিশারি এবং আল্লাহর বার্তাবাহক। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন যুগে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে

জানিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। নবী-রাসূলগণ মানবতার পথপ্রদর্শক। তাঁদের অনুসরণ করাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত কিছু বিষয়:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ

“আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল।”

-(সূরা নাহল: ৩৬)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧٥

“আল্লাহ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে বাণীবাহক মনোনীত করেন আর মানুষদের মধ্য হতেও, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।”

-(সূরা হাজ্জ: ৭৫)

۞ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٦٣ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١٦٤ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

“আমি তোমার কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার আগের নাবীগণের নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম, আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর আর ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম আর আমি দাঊদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। আমি সেই রসূলদের প্রতিও ওয়াহী পাঠিয়েছি যাদের সম্পর্কে আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আর অনেক রসূল যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন সরাসরি। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।” -(সূরা নিসা: ১৬৩-১৬৫)

আখিরাতের বিচার দিবসের প্রতি ঈমান

মুমিনের আখিরাতের বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা মানুষের জীবনে আল্লাহভীতি, নৈতিকতা এবং সঠিক পথ অনুসরণের প্রেরণা যোগায়। বিচার দিবস হলো সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। বিচার দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় জীবিত হবে এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখিরাতের নতুন জীবন শুরু হবে। নেককারদের জন্য জান্নাত এবং পাপীদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥

"প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যু আস্বাদন করত হবে। আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি। আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

-(সূরা আম্বিয়া: ৩৫)

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا
هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ٦٨ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِا۟ىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ
بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٦٩ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧١

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে ঝলমল করে উঠবে, আর 'আমালনামা সামনে আনা হবে। নবীগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। সকলের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলম করা হবে না। প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। লোকেরা যা করে তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তখন

তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। তখন জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে- তোমাদের কাছে তোমাদেরই ভিতর থেকে কি রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পড়ে শোনাতেন আর তোমাদেরকে যে এ দিনের সাক্ষাৎ করতে হবে এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা বলবে- হাঁ, এসেছিল। কিন্তু (এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও) কাফিরদের প্রতি শাস্তির ফয়সালা অবধারিত হয়ে গেছে।"

-(সূরা যুমার: ৬৮-৭১)

তাকদীরের প্রতি ঈমান

তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ইসলামের ছয়টি ঈমানের স্তম্ভের একটি। "তাকদীর" আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো পূর্বনির্ধারণ বা ভাগ্য। এটি আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং ইচ্ছার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। তাকদীরের প্রতি ঈমানের অর্থ তাকদীরের প্রতি ঈমানের অর্থ হলো: সমস্ত সৃষ্টি, ঘটনা, এবং পরিণতি আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে। পৃথিবীতে যা ঘটে, তা আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমেই ঘটে, ভালো বা মন্দ যা-ই হোক। যদিও সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সে তার কাজের জন্য দায়ী। ইসলামের দৃষ্টিতে, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই নয় যে মানুষ তার নিজের কাজের জন্য দায়ী নয়। বরং, মানুষ তার কর্ম নিজেই নির্বাচন করে এবং তার জন্য দায়বদ্ধ। আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা এবং কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, এবং তিনি তার কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করে যে, তার ভালো ও মন্দ তাকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"

-(তিরমিজি: ২১৪৪)

মুমিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবকিছু থেকে অধিক ভালোবাসে

মুমিনের জীবনের মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেন এবং তাঁদের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেন। এই ভালোবাসা কেবল আবেগগত নয়; আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। একজন মুমিনের ঈমান তখনই পূর্ণ হয়, যখন তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে দুনিয়ার সমস্ত কিছু—এমনকি নিজের জীবন ও পরিবার থেকেও বেশি ভালোবাসেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণাধিক ভালোবাসা আমাদের ঈমানের শর্ত। আল্লাহ ও রাসূলকে যারা কটাক্ষ করে তাদের যদি বুঝিয়ে ফেরানো সম্ভব না হয় তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।) তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।'

-(সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১)

অমুসলিমদের সঙ্গে আমরা সুন্দরভাবে সৎ প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য। তবে যারা ধর্মবিদ্বেষী তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণের সুযোগ নেই। আমাদের বন্ধুতা-মিত্রতা হবে কেবল ঈমানদারদের সঙ্গে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ٥٥

‘তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।’ -(সূরা আল-মায়িদা: ৫৫)

হাদীসে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হই। -[বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৬৯]

অন্য হাদীসে এসেছে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

‘সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র।’ -[বুখারী : ৬০৯৮; মুসলিম : ৮৬৭]

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٤

বলে দাও, 'তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে ওঠে তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, ভাই, স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দায় পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাড়িঘর, যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ (যুদ্ধের আদেশ) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।' -

(সূরা তাওবা, আয়াত : ২৪)

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মুসলিম ও মু'মিন হিসেবে পরিচয় দিতে চাইলে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে। শুধু তাই নয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটবে।

মুমিন সালাত আদায়কারী

সালাত বা নামাজ একজন মুমিনের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্যের প্রকাশ। মুমিনগণ সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান দৃঢ় করে এবং তার নৈকট্য লাভ করে। কুরআনে ও হাদিসে সালাতের গুরুত্ব বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের সালাত ঠিকভাবে ও সময়মতো আদায় করেন। আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ٢

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র।"

-(সূরা মুমিনুন:১-২)

মুমিন সালাতকে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে এবং কোনো অবস্থাতেই তা ত্যাগ করে না। মুমিন সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করে। তারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ।"

-(সূরা ইসরা: ১৭:৭৮)

দৈহিক ইবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ইবাদত হল সালাত যা নিয়মিত দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন তার রবের সাথে প্রতি ওয়াক্তে কথোপকথনের মাধ্যমে তার প্রশংসা, বড়ত্ব, মহিমা, স্তুতি প্রকাশ করে থাকে এবং সকল ধরনের শিরক, কুফরি, বেদয়াত ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। রুকু এবং সিজদাহর মাধ্যমে বান্দাহ তার রবের নিকট এমন ভাবে নিজকে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আপদমস্তক উজার করে দেয় যেন বান্দাহ তার রবের সর্বাধিক নিকটে চলে যায় এবং বিগলিত চিত্তে বান্দাহকে প্রতিপালকের দাসত্বের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয়। সালাতের মাধ্যমেই এ ভাবেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কণ্টকমুক্ত হয়। প্রতিনিয়ত একজন মুমিন এভাবে একাগ্রতার সাথে খুশুখুজুসহ জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করে এবং সে মনে করতে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত আমি যা কিছু করছি সার্বক্ষনিক আমার রব তা দেখেছেন এবং আমার সব কিছুই তিনি অবহিত আছেন।

আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (স.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- **‘তুমি এভাবে নামায আদায় করবে যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তোমার পক্ষে তা সম্ভব না হয়, তবে তুমি অবশ্যই মনে করে নিবে যে, আল্লাহ তোমাকে সার্বক্ষণ দেখছেন’। (মুসলিম)**

এই চেতনাবোধ থেকে একজন মুমিন হয়ে ওঠতে পারে সমাজের একজন পরিপূর্ণ আদর্শবান ও অনুকরণীয় মানুষ। আর এ রকম মানুষ এর মাধ্যমেই পরিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফিরে আসে এবং গড়ে উঠে সামাজিক ঐক্য। আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেন:

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥

“এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও; অবশ্যই ওটা কঠিন, কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয়।” *-(সুরা বাকারাহ : ৪৫,৪৬)*

মুমিনগণ তাদের সালাতে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন এবং অন্তরে বিনয় ধরে রাখেন। মুমিন সালাতে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে। পুরুষদের জন্য সালাত জামাতে আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"জামাতে আদায় করা সালাত একাকী সালাতের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ।" -(বুখারি ও মুসলিম)

সালাত আল্লাহর দেওয়া ফরজ ইবাদত, যা পালন করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন। সালাত মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত: ২৯:৪৫)

জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা সালাত জীবনে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনে এবং মুমিনকে ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করে।

মুমিন যাকাত আদায়কারী

মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সে যাকাত আদায় করে। যাকাত আদায় করা কেবল দানের একটি প্রথা নয়; বরং এটি ইসলামের একটি মূল স্তম্ভ এবং মুমিনের দায়িত্ব। ঈমান আনয়নের পর সালাতের মতোই যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুমিন তার ঈমানের পরিপূর্ণতা প্রমাণ করে এবং সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি, পবিত্রতা, এবং বরকত। ইসলামী পরিভাষায়, এটি একটি নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিতরণ করা।

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।” -(সূরা বাকারা: ৪৩)

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"

-(সূরা জারিয়াত: ৫১:১৯)

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

"তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।"

-(সূরা বাকারা : ১১০)

নামাজ যেমন প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমানে উপর ফরজ। এমনই স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাতের মধ্যে পার্থিব ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। প্রত্যক্ষভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ কমে গেলেও মূলত সম্পদ কমে না। যাকাত শব্দের অর্থই হল, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এই কলুষিত সমাজে অসাধুতার বিষাক্ত বাতাস সর্বদাই বইছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই উপার্জিত সম্পদের মধ্যে অপবিত্রতার মিশ্রণ ঘটতে পারে। বছরে একবার যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের এই অপবিত্রতা দূর করে সম্পদকে পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"(হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ করবে এবং তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। "

-(সূরা তাওবা :১০৩)

এ আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সম্পদ বরকতময় হয়। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুমিন, পুণ্যশীল, সৎকর্মপরায়ণ, মুমিনের বন্ধু, মসজিদ আবাদকারী ইত্যাদির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে সালাত ও যাকাত অপরিহার্যভাবে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে যাকাত আদায়কারীর জন্য যেমন রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সুসংবাদ। তেমনই যাকাত পরিত্যাগকারীর জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির বার্তা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠

“আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত।“ -(সুরা আল ইমরান : ১৮০)

যারা কৃপণতাবশত যাকাত প্রদান করেনা তাদের জন্য উক্ত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ হবে। গচ্ছিত সম্পদের জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় যদিও তারা মনে করে যাকাত প্রদান করা অমঙ্গল প্রকৃতপক্ষে তা অমঙ্গল নয়। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

“যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির ‘সুসংবাদ’ দাও। যে দিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর।”

-(সুরা আত তাওবা : ৩৪-৩৫)

হাদিসের মধ্যেও জাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির হুমকি রয়েছে। হযরত আবু বকর রা. এর মতো নরম তবিয়তের মানুষ যাকাতের ব্যাপারে একটু হেরফের হওয়ার কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রসুল সা. গরীব অসহায়দের মাঝে ঘোষণা দিয়েছেন, ধনীদের সম্পদের মাঝে তোমাদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥

"আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে।প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।"

-(আল মাআরিজ: ২৪-২৫)

সুতরাং, অসহায়ের প্রতি দয়া করার মনমানসিকতা নিয়ে যাকাত প্রদান করা আদৌও ঠিক নয়। তাদের নির্দিষ্ট হক তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করা এটাই হবে যাকাত প্রদানকারীর চিন্তা ও চেতনা। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুক। সমস্ত সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হিসাব করে নির্দিষ্ট অংশ যাকাত দেওয়ার তাওফিক দান করুক। আমিন।

মুমিন সাদাকাকারী

সাদাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাধ্যম। এটি মুমিনদের জন্য স্বেচ্ছায় সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে দানের একটি বিশেষ রূপ। সাদাকা কেবলমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ বা অভাবীকে সাহায্য করাই নয়, বরং এটি একজন মুমিনের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ এবং আত্মিক উন্নতির একটি মাধ্যম। সাদাকা শব্দটি আরবি "সিদক" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো সত্যবাদিতা বা ঈমানের প্রমাণ। সাদাকা আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ উৎসর্গ করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা। সাদাকার মাধ্যমে সমাজে দরিদ্রদের সহায়তা করা হয় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদাকা লোভ, কৃপণতা এবং স্বার্থপরতা দূর করে অন্তরকে শুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সাদাকার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥

"তোমরা আল্লাহর পথে দান করো এবং নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" -(সূরা বাকারা: ২:১৯৫)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤

"যারা রাত ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে।" -(সূরা বাকারা: ২:২৭৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الآخَرُ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ " . قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ .

"আমরূন নাকিদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অর্থ ব্যয়কারী ও সাদাকাকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যাক্তির ন্যায়, যার গায়ে বক্ষ থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত দুটি লৌহবর্ম রয়েছে, যখন ব্যয়কারী ইচ্ছা করে, (অন্য রাবী বলেন, যখন সাদাকাকারী সাদাকা করার ইচ্ছা করে) তখন তা তার উপর প্রশস্ত বা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। আর কৃপণ ব্যাক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার উপর সংকোচিত হয়ে যায় এবং বর্মের প্রতিটি আংটা সস্থানে দৃঢ়ভাবে এটে যায়। এমন কি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করতে চায় কিন্তু তা বিস্তৃত হয় না।" -(সহীহ মুসলিম ২২৩১)

সাদাকা মুমিনের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এটি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার পাশাপাশি আত্মিক ও সামাজিক উন্নতির পথ। সাদাকা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের একটি মাধ্যম এবং পরকালে জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে। প্রতিটি মুমিনের উচিত সাদাকা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।

মুমিন সাওম পালনকারী

সাওম (রোজা) ইসলাম ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং এটি মুমিনের জন্য ফরজ। সাওম মানে হলো ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাবার, পানীয় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম। একজন মুমিন সাওম পালন করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

সাওম শব্দটি আরবি "সিয়াম" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো "বিরত থাকা"। সাওম হলো পবিত্র রমজান মাসে ফরজ একটি ইবাদত, যা আল্লাহর নির্দেশে পালন করা হয়। সাওম মানুষের নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অন্তরকে পবিত্র করে। সাওমের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহভীরুতা বা তাকওয়া অর্জন করে। কুরআনে সাওমের গুরুত্ব আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

-(সূরা বাকারা: ২:১৮৩)

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"রমাযান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" -(সূরা বাকারা: ২:১৮৫)

সাওম নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এবং ঈমানকে দৃঢ় করে। সাওম শরীর থেকে টক্সিন দূর করে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। সাওমের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হয়। সাওম পুরাতন পাপগুলোকে মুছে দেয়। হাদিসে বলা হয়েছে, রোজাদারদের জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা "রাইয়ান" রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখে, তার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে।"

-(বুখারি, মুসলিম)

"রোজা ঢালস্বরূপ। রোজাদার যখন রোজা রাখে, তখন তাকে অশ্লীল কথা বলা ও ঝগড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে।"

-(বুখারি)

সাওম একজন মুমিনের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদন প্রদর্শনের মাধ্যম। প্রতিটি মুমিনের উচিত সাওম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং তাকওয়া বৃদ্ধি করা। সাওম পালনকারী মুমিনেরা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর বিশেষ পুরস্কারের অধিকারী হবে।

মুমিন কুরআন তিলাওয়াতকারী

কুরআন হলো আল্লাহর বাণী, যা মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও জীবনযাপনের পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশনা। একজন মুমিনের জীবনে কুরআনের তিলাওয়াত অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, আত্মার প্রশান্তি লাভ করে, এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর বাণী উপলব্ধি করে এবং তা জীবনযাপনে প্রয়োগ করে। কুরআন তিলাওয়াত মুমিনের অন্তরে শান্তি ও প্রশান্তি আনে। তিলাওয়াত আল্লাহভীতি (তাকওয়া) বৃদ্ধি করে এবং পাপ থেকে দূরে রাখে। প্রতিটি অক্ষরের তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ١

"তোমার প্রভুর নাম নিয়ে পাঠ করো যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

-(সূরা আলাক: ৯৬:১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ ٢٩

"যারা কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, এবং যা আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন একটি ব্যবসার আশা রাখে যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।"

-(সূরা ফাতির: ৩৫:২৯)

মুমিনের জীবনে কুরআন তিলাওয়াত একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মুমিনের আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানার্জন, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম। তিলাওয়াত কেবল দুনিয়ার নয়, আখিরাতের

সফলতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিনের উচিত নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা, তার অর্থ ও শিক্ষা অনুধাবন করা, এবং জীবনযাপনে তা প্রয়োগ করা।

মুমিন সুন্নাহ মেনে জীবন পরিচালনা করে

মুমিনের জীবনে সুন্নাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনচর্চা, কথা ও কাজের অনুকরণ। একজন মুমিন তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুসরণ করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দেয়। সুন্নাহ মানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথ। এটি আল-কুরআনের পরে ইসলামের দ্বিতীয় মূল উৎস। একজন মুমিন সুন্নাহ মেনে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ

"রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।"
-(সূরা হাশর: ৫৯:৭)

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ٢١

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

-(সূরা আহজাব: ৩৩:২১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ অনুসরণ করে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

-(তিরমিজি)

মুমিনের অন্তর কুরআনের আয়াত শুনে কেঁপে ওঠে

একজন মুমিনের অন্তর হলো নরম, সংবেদনশীল এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। যখন সে কুরআনের আয়াত শোনে, তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে এবং সে আল্লাহর মহিমা ও গৌরব উপলব্ধি করে। এটি মুমিনের ঈমানের গভীরতা এবং আল্লাহর প্রতি তার গভীর ভালোবাসার প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা মুমিনের অন্তরের এই বিশেষ গুণের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

"মুমিন তো তারা, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তার আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভুর উপরই নির্ভর করে।"

-(সূরা আনফাল: ৮:২)

মুমিন অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকে

একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে এমন কাজ বা কথাবার্তা এড়িয়ে চলে, যা তার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনে না। এটি ইসলামের নৈতিকতাবোধ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করার একটি অপরিহার্য দিক। মুমিন তার কথা, কাজ এবং চিন্তাধারায় সঠিকতার প্রতি যত্নবান হয় এবং এমন কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে না, যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুমিনদের এই গুণের কথা উল্লেখ করেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ٢وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣

"নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র এবং যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিমুখ থাকে।" -(সূরা আল-মুমিনূন: ২৩:১-৩)

অহেতুক কাজ করা এবং অহেতুক কাজে জড়ানোর কারণে আমাদের জীবনে অনেক সর্বনাশ ঘটে, যা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে ঠেলে দেয়। আর যারা নিজেকে অহেতুক কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে তারা প্রকারান্তে এর মাধ্যমে নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। নিজের জীবনে যে প্রতিভা রয়েছে তার বিকাশ ঘটাতে পারে না, বরং প্রতিভার অপমৃত্যু হয়। এসব অহেতুক কাজ দ্বারা অন্তর কঠিন হয়ে যায়, রিজিকের রাস্তাও সংকীর্ণ হয়ে যায়। মারুফ কারখি (রহ.) বলেন,

“অহেতুক কথাবার্তা বলার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। “

-(জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩১৭)

লুকমান হাকিম (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি না অমুক গোত্রের একজন দাস ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি না অমুক পাহাড়ের পাদদেশে ছাগল চরাতেন? জবাব দিলেন, তাই করতাম। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, কিসের কারণে আপনি এত বড় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। লুকমান হাকিম বললেন, ‘সত্য কথা বলা, আমানতদারিতা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার কারণে। ’

-(মুয়াত্তা মালিক, হাদিস : ১৮৫৮)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ পরিহার করা।” -(জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৭)

এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান হাদিস। দ্বিনি আদব-কায়দা ও চাল-চলন সম্পর্কে এর দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, একজন মানুষ পরিপূর্ণ মুমিন তখনই হবে যখন সে জিনিস বর্জন করে। আবার কেউ বলেছেন, যখন কারো ইসলামটা সুন্দর হয় তখন সে অহেতুক জিনিস বর্জন করে।

মুমিন নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে

লজ্জাস্থান হেফাজত করা একজন মুমিনের জন্য একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য গুণ। এটি শুধু শারীরিক পবিত্রতা নয়, বরং নৈতিকতা, আত্মসংযম এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ। একজন মুমিন তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে অশ্লীলতা, ব্যভিচার এবং সমস্ত ধরনের নৈতিক অধঃপতন থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ٥

"এবং তারা, যারা তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

-

(সূরা আল-মুমিনূন: ২৩:৫)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ
٣٠وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ٥

"বলুন, মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।"

-(সূরা আন-নূর: ২৪:৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।" ***-(সূরা আন-নূর: ২৪:৩১)***

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, মুমিনদের উচিত নিজেদের লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখা এবং যেকোনো ধরনের অশ্লীলতা ও অসংযম থেকে বিরত থাকা।

মুমিন আমানত রক্ষাকারী

মুমিনের অন্যতম বিশেষ গুণ হলো, সে আমানতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আমানত শুধু ধন-সম্পদ বা জিনিসপত্র নয়, বরং এতে কথাবার্তা, দায়িত্ব, গোপনীয়তা, এবং অন্যের প্রতি আস্থা রক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রকৃত মুমিন কখনোই আমানতের খেয়ানত করে না এবং আল্লাহর কাছে নিজের দায়বদ্ধতার বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করে। ইসলামে আমানত রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কর্তব্য। অমানতের খেয়ানত করা মহাপাপ। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সব ধরনের আমানতের ব্যাপারে যত্নবান থাকা। কোরআনে সুরা মুমিনুনের শুরুতে মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَ عَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ

“যারা নিজদের আমানত সমূহ ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে যত্নবান।”

-(সুরা মুমিনুন: ৮)

হকদারদের কাছে তাদের হক বা আমানত পৌঁছে দেওয়া ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়ে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ یَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে।”

-(সুরা নিসা: ৫৮)

আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন হাদিসেও আমানত রক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রায় প্রতিটি খুতবায় বলতেন, “**যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই, যার কাছে নিজের ওয়াদা বা কথার মূল্য নেই, তার দীন বলতে কিছু নেই।**” -(মুসনাদে আহমদ)

মুমিন অঙ্গীকার পালনকারী

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো, সে তার অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দৃঢ়ভাবে পালন করে। এটি একজন প্রকৃত মুমিনের নৈতিকতার পরিচয় এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ। অঙ্গীকার পালন করা শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, বরং সমাজের শান্তি ও সুস্থতার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ٣٤

"তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" -(সূরা আল-ইসরা: ১৭:৩৪)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। তোমরা যখন কোনো চুক্তি করবে, তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন"

-(সূরা আন-নাহল: ১৬:৯১)

এগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, অঙ্গীকার পালন করা একজন মুমিনের ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুমিন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে

একজন প্রকৃত মুমিনের অন্যতম গুণ হলো, সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে। মুমিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না। আল্লাহর প্রতি এই দৃঢ় ভরসা একজন মুমিনকে সাহসী, ধৈর্যশীল এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সহায়তা করে। ইসলামের নির্ভেজাল শর্তই হচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা করা। আল্লাহর উপর ভরসা মানুষের মনের বিরাট আন্তরিক ইবাদাতও বটে। বান্দা তার সামগ্রিক কাজে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল থাকা, কর্মের ভালো-মন্দ তার উপর সোপর্দ করা এবং যে বিষয়ে ভরসা বা আশা পোষণ করে, তার জন্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করা শুধুমাত্র 'ভরসা করলাম' বলে বসে থাকলে চলবে না কাজটি সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং আল্লাহর উপর ভসরাকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণের পর ঐ বিষয়গুলো আল্লাহর দিকে বৈধ পন্থায় সোপর্দ করে এবং তার তাওফিক কামনা করে। তাদের ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন-

غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢٣

"আর আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"

-

(সূরা আল-মায়িদা: ৫:২৩)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ٣

"আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।" -

(সূরা আত-তালাক: ৬৫:৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদের এমন রিজিক দিতেন, যেমন তিনি পাখিদের রিজিক দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।"** -

(তিরমিজি)

এই হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) আমাদের শেখান যে, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখলে জীবন সহজ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

মুমিন আল্লাহর সাথে শিরক করে না

মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সে একত্ববাদের বিশ্বাসে অবিচল এবং আল্লাহর সাথে কখনোই শিরক করে না। শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে কোনো অংশীদার স্থাপন করা বা তার সমতুল্য কিছু ভাবা। এটি ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং মুমিনের ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ। শিরক অর্থ হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে বা কিছুকে ইবাদতে, ক্ষমতায় বা সত্তায় অংশীদার মনে করা। এটি হতে পারে: ইবাদতের শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো

উদ্দেশ্যে নামাজ, সিজদা, বা অন্য কোনো ইবাদত করা। ক্ষমতার শিরক, বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রিজিক দিতে বা কোনো কষ্ট দূর করতে সক্ষম। সত্তার শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সমতুল্য সত্তা আছে মনে করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করা ক্ষমা করেন না, কিন্তু এর বাইরে অন্য যা কিছু ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন।"

-(সূরা আন-নিসা: ৪:৪৮)

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ

"আর তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না।"
-(সূরা আল-ইসরা: ১৭:২৩)

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে যায় এবং তাকে পাখি ছিঁড়ে খায় বা বাতাস তাকে দূর কোনো স্থানে নিয়ে ছুড়ে ফেলে।"
-(সূরা আল-হাজ্জ: ২২:৩১)

একজন মুমিন কখনো আল্লাহর সাথে শিরক করে না। শিরক ঈমান ধ্বংস করে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির কারণ হয়। তাই, মুমিনের দায়িত্ব হলো সর্বদা তাওহিদের পথে থাকা এবং শিরকের যেকোনো ধরণের ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসই একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

মুমিন জিনা করে না

মুমিনের জীবন নৈতিকতা, পবিত্রতা, এবং আত্মসংযমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ইসলাম জিনাকে (ব্যভিচার) সবচেয়ে বড় পাপ এবং সমাজ ধ্বংসের কারণ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একজন প্রকৃত মুমিন কখনোই এই জঘন্য কাজের পথে পা বাড়ায় না, বরং নিজেকে এবং সমাজকে এর থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্টভাবে জিনার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢

"তোমরা জিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।" -(সূরা আল-ইসরা: ১৭:৩২)

এই আয়াতে আল্লাহ শুধু জিনা করতে নিষেধ করেননি, বরং এমন কাজ ও পরিবেশ থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যা জিনার পথে নিয়ে যেতে পারে।

হাদিসে জিনার পরিণাম রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যখন কোনো সমাজে জিনা ও সুদ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি পাঠান।" -(মুসনাদে আহমাদ)

"ব্যভিচারকারী ঈমানদার অবস্থায় জিনা করে না।" -(বুখারি, মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, জিনা একটি গুরুতর পাপ যা মানুষের ঈমানকেও দুর্বল করে দেয়।

মুমিন খুশু-খুযু সহকারে সালাত আদায়কারী

মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সে খুশু-খুযু সহকারে সালাত আদায় করে। খুশু অর্থ মনোযোগ, বিনয়, এবং আন্তরিকতা; আর খুযু অর্থ দেহের নম্রতা ও আনুগত্য। এ দুটি গুণ

সহকারে সালাত আদায় করলে তা কেবল শারীরিক অনুশীলন নয়, বরং হৃদয়ের গভীর আরাধনা ও আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যম হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ٢

"নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র।"

-(সূরা আল-মুমিনূন: ২৩:১-২)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَـٰرُ ٣٧

"সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে" -(সূরা আন-নূর: ২৪:৩৭)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহর নির্দেশনা হলো, সালাত এমনভাবে আদায় করতে হবে যেন তা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, ভয়, এবং একাগ্রতা প্রকাশ করে।

খুশু-খুযু সহকারে সালাত অন্তরের অহংকার দূর করে এবং আত্মাকে পবিত্র করে। একাগ্র সালাত মানুষকে অন্যায় ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। মুমিন যে কোনো সমস্যায় পড়লে খুশু সহকারে সালাতে শরণাপন্ন হয়। আল্লাহ বলেন:

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

"তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা পাঠ কর আর নামায প্রতিষ্ঠা কর; নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" -(সূরা আল-আনকাবুত: ২৯:৪৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"তোমরা এমন নামাজ আদায় করো যেন এটি তোমার জীবনের শেষ নামাজ।"** - (আবু দাউদ)

এটি বোঝায় যে, সালাতে পুরো মনোযোগ ও একাগ্রতা থাকতে হবে।

মুমিন পিতা-মাতার সাথে সদাচারী

ইসলাম পিতা-মাতার সাথে অত্যন্ত সদয়, সম্মানজনক এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। পিতা-মাতা হলেন সেই মহামানব যারা সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নিজেদের সমস্ত পরিশ্রম ও ভালোবাসা নিবেদন করেন। তাদের প্রতি সদাচারিতা মুমিনের ঈমানের একটি প্রধান দিক এবং এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার বিষয়টির সাথে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের বিষয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।" -(সূরা লুকমান: ৩১:১৪)

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

"তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করনা; তাদের সাথে কথা বল সম্মানসূচক নম্রভাবে।"

-(সূরা আল-ইসরা: ১৭:২৩)

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা হবে তাদের আনুগত্য করার মাধ্যমে, সম্মান ও মর্যাদা দেয়া, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের সামনে কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের সাথে বিনয়ী হওয়া, তাদের সাথে বিরক্তি প্রকাশ না-করা, তাদের সেবা করা, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বাস্তবায়ন করা, তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা, তাদের সাথে হটকারিতা না-করা, তাদের জীবদ্দশায় ও তাদের মৃত্যুর পর তাদের বন্ধুকে সম্মান করা ইত্যাদির মাধ্যমে। এর মধ্যে আরও রয়েছে তাদের অনুমতি ছাড়া সফর না করা, তাদের চেয়ে উপরের কোন স্থানে না-বসা, তাদের সামনে খাবারের দিকে পা দিয়ে না-বসা, নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে তাদের উপর প্রাধান্য না-দেয়া। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি সদাচরণের মধ্যে রয়েছে: তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে উপহার দেয়া, তাদের প্রতিপালনের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; ছোটবেলায় হোক বা বড় হওয়ার পর হোক। অনুরূপভাবে তাদের সদাচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: তাদের উভয়ের মাঝে মতভেদ কমানোর চেষ্টা করা। সেটা সাধ্যানুযায়ী উত্তম উপদেশ ও আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এবং উভয়ের মধ্যে যিনি মজলুম তার পক্ষে ওজর পেশ করার মাধ্যমে এবং ভাল কথা ও কাজের মাধ্যমে তার মনকে ভালো করার মাধ্যমে।

মুমিন জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী

ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা হলো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। জিহাদ, যেটি মূলত কেবল শারীরিক যুদ্ধ নয়, বরং আত্মিক ও সামাজিক সংগ্রামও হতে পারে, একে মুমিনের জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে পালন করা হয়। একাধিকভাবে আল্লাহর পথে ত্যাগ করা মুমিনের ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং ইসলামের প্রতি তার অটুট আনুগত্যের প্রকাশ। কুরআনে জিহাদ সম্পর্কে নির্দেশনা কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাঁর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে এ বিষয়ে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন:

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ

"মুসলিমদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়" -(আন-নিসাঃ ৯৫)

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ٤٢

"যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে! দুনিয়াবী কোন স্বার্থ থাকলে আর যাত্রা সহজ হলে তারা অবশ্যই তোমার সাথে যেত। কিন্তু পথ তাদের কাছে দীর্ঘ ও ভারী মনে হয়েছে। অচিরেই তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলবে, 'আমরা যদি পারতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' আসলে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যেবাদী।"

-(আত তওবা্ ৪১-৪২)

এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর পথে ত্যাগের ফলে জান্নাত লাভের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"দু'ব্যক্তিও ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হাসেন। যারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে গণ্য হয়েছে।"

-(মুসলিম ৩৩/৩৫ হাঃ ১৮৯০, আহমাদ ৯৯৮৩)

মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করে

পরিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির উচিৎ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা। এই ভালোবাসার অর্থ হলো, যেসকল বিষয়ে উপকার রয়েছে সেকল বিষয়ে তার ভাইকে সহায়তা করা, চাই তা দীনি হোক বা দুনিয়াবী হোক। যেমন, নসীহত, ভালো কাজের নির্দেশনা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং অন্যান্য এমন বিষয় যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। সুতরাং ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে সে দিকে পথ দেখাবে। আর যে কাজ নিজের জন্য অপছন্দ করবে এবং যার মধ্যে কমতি বা ক্ষতি রয়েছে সে তা থেকে তার ভাইকে দূরে রাখবে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মরফূ' হিসেবে বর্ণিত, ***"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"***

[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

মুমিন মূর্খদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলে

মুমিনের জন্য নিজের শান্তি বজায় রাখা এবং অযথা বিতর্ক বা তর্ক থেকে দূরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। তর্কের ফলে উত্তেজনা, অশান্তি এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের প্রতি ক্ষতি সাধন করে। ইসলাম মুমিনদের শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন অযথা তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকে এবং মূর্খদের সাথে যুক্ত না হয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা মূর্খদের সাথে তর্ক থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুমিনদের শান্ত, সহিষ্ণু এবং উত্তম আচরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। একাধিক আয়াতে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে:

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ٧٢

"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে"

(সূরা আল-ফুরকান: ২৫: ৭২)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুমিনরা যখন মূর্খ বা অশালীন মন্তব্য শুনে, তখন তারা এর প্রতি সাড়া দেয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে মুমিনদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তর্ক থেকে বিরত থাকে, আমি তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করব।" -(আবু দাউদ)

"তোমরা যদি তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করব।" -(বুখারি)

মুমিন প্রতিবেশীর সাথে সদাচারী

ইসলামে প্রতিবেশীর সাথে সদাচারী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুমিনের চরিত্রে প্রতিবেশীর প্রতি সদয়, সহানুভূতিশীল এবং সেবা করার গুণ থাকা উচিত। ইসলামে প্রতিবেশীকে অত্যন্ত সম্মান এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে শান্তি, সহনশীলতা এবং সহানুভূতির প্রতিফলন ঘটে। কুরআন এবং হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণের জন্য শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٣٦

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।"

-

(সূরা আল-নিসা: ৪:৩৬)

হাদিসে প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান ও সদাচরণকে ঈমানের অনুষঙ্গ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবু শুরাইহ (রা.) বলেন,

'আমার দুই কান শ্রবণ করেছে, আমার দুই চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে সম্মান করে।'

-(বুখারি, হাদিস : ৬০১৮)

মুমিন তাক্বওয়া অবলম্বনকারী

মুমিন জীবনের অন্যতম অপরিহার্য গুণের নাম হলো তাকওয়া। আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানিত হওয়ার ঘোষণা করেছেন। এটাকে জীবন সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাসুল (সা.)-ও তাকওয়াকে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক ঘোষণা করেছেন। তাকওয়া এমন মূল্যবান বস্তু, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মানব সম্প্রদায়কে অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেন,

وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ

'আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, তার সবই আল্লাহর। আমি তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারীদের এবং তোমাদের জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো'

-

(সুরা নিসা, আয়াত : ১৩১)

হজরত নুমান ইবনে বাশির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, **'হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুইয়ের মধ্যবর্তী বস্তু হলো সন্দেহপূর্ণ। (তা হালাল হতে পারে, আবার হারামও হতে পারে) অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে বেখবর। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকবে। আর যে সন্দেহপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়বে, একসময় সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে' -(মুসলিম, হাদিস : ১৫৯৯)।**

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে বেঁচে থাকার নামও তাকওয়া। তাকওয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত : **ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একদিন কাতিবে রাসুল (রাসুলের পত্রলেখক) উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন? ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে? ওমর (রা.) বললেন, খুব সতর্কাবস্থায় এমনভাবে যে, গায়ে কিংবা পোশাকে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে। উবাই ইবনে কাব (রা.) বললেন, এটার নামই তাকওয়া**

(তাফসিরে ইবনে কাসির)।

সুতরাং পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিলতার পরিবেশে, দ্বীন-ধর্মহীন মূর্খতায় নিমজ্জিত সমাজে বসবাস করেও গায়ে যেন কোনো পাপের আঁচড় না লাগে, এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নামই তাকওয়া।

মুমিন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী

তাওয়াক্কুল (تَوَكُّل) আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো "বিশ্বাস রাখা" বা "আল্লাহর উপর নির্ভর করা"। ইসলাম ধর্মে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাওয়াক্কুল মানে হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর সিদ্ধান্ত ও বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা, তদুপরি সকল চিন্তা, কাজ এবং

ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা প্রকাশ করা। মুমিন যখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তখন সে জানে যে তার কাজের সঠিক ফলাফল শুধু আল্লাহর হাতে, এবং সে যা কিছু করে, তা আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশনা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের প্রতি মুমিনদের উৎসাহিত করেছেন এবং এই বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে:

عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١

"তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"

-

(সূরা আল-মায়িদা: ৫: ১১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবিকা ও সবকিছু সরবরাহ করতেন যেমন তিনি পাখিদের জন্য তা করেন, যারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ পেট নিয়ে ফিরে আসে।" -(তিরমিজি)

মুমিন মিথ্যা বলে না

ইসলামে সত্য এবং মিথ্যা কথা বলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুমিনের জন্য মিথ্যা বলা এক ধরনের গুনাহ বা পাপ, যা তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং বরকত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন মুমিন কখনো মিথ্যা বলবে না, কারণ মিথ্যা বলা তার ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ইসলামী জীবন দর্শনের বিরোধী। কুরআনে মিথ্যা বলা এবং সত্য কথা বলার ব্যাপারে একাধিক স্থানে সতর্ক করা হয়েছে:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦

'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না। '

-(সুরা নাহাল, আয়াত : ১১৬)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন,

'মুনাফেকদের নিদর্শন তিনটি : কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা। '

-(বুখারি, হাদিস নং : ৩৩, মুসলিম, হাদিস নং : ৫৯)

মুমিন সত্যবাদী হয়

ইসলামে সত্যবাদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন মুমিনের জন্য সত্য বলাটা শুধু একটি নৈতিক কর্তব্য নয়, বরং এটি তার ঈমানের অংশ। সত্যবাদিতা মুমিনের চরিত্রের অন্যতম মুল ভিত্তি, যা তার বিশ্বাসের পরিচয় দেয় এবং সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ইসলাম মুমিনদেরকে সব সময় সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে এবং মিথ্যা বলাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

রাসূলে করিম (সা:) বলেন, **কারো যদি সত্য কথা জানা থাকে, তাহলে বলা উচিত এবং এতে মানুষের ভয়-ভীতি প্রতিবন্ধক হওয়া ঠিক নয়। হজরত ইবনু মসউদ (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, 'সত্যবাদী হও, সত্যবাদিতা সৎ পথের সন্ধান দেয় এবং সৎপথ বেহেশতে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহর দরবারে তাকে সিদ্দিক বলে লেখা হয়' - (বুখারী, ৫৬২৯)**

অন্য হাদীসে এসেছে, **'সত্যবাদিতা অন্তরের শান্তি স্বরূপ' (তিরমিযি, ২৪৪২)**

সত্য কথা বলার ইচ্ছা করতে থাকবে, চাই এতে কোনো বিপদ আসুক না কেন। স্মরণ রেখো, সত্য কথা বলাতেই নাজাত নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সত্যবাদিতার অনুসরণ এবং মিথ্যাবাদিতার পরিহার করা। সত্য মানুষকে রক্ষা করে এবং মিথ্যাচার ধ্বংস করে। এই নীতি অনুসরণ করা জান্নাত লাভের পথ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যবাদী এবং সত্য পথের যাত্রী হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

মুমিন হয় ভালো কথা বলে না হয় চুপ থাকে

ইসলামে একজন মুমিনের চরিত্রে সুন্দর এবং গঠনমূলক কথাবার্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুমিনের উচিত এমন কথা বলা যা উপকারী, কল্যাণকর এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে মুমিন ভালো কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে, যেন তার কোনো কথা কারো ক্ষতি না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার সঙ্গেই রয়েছে।' -(সুরা কাফ, আয়াত : ১৮)

তাই কথা বললে— সবসময় উত্তম ও কল্যাণকর কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। যদি উত্তম কথা বলার উদ্দেশ্য বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তবে চুপ থাকা ভালো। এটা একটি ইবাদত ও উত্তম কাজ।

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ***'যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে; নতুবা চুপ থাকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০২)***

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ***'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।' -(বুখারি, হাদিস : ৬০১৮; মুসলিম, হাদিস : ১৮২)***

আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ***‘হে আল্লাহর রাসুল! সর্বোত্তম মুসলিম কে?’ তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।***

-(বুখারি, হাদিস : ১১, মুসলিম, হাদিস : ১৭২)

মুমিন ক্ষমাকারী

ক্ষমাশীলতা মুমিনের অন্যতম গুণ। এটি এমন একটি গুণ যা মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত করে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে। মুমিনের জীবনে ক্ষমাশীলতা শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং এটি তার ঈমানের প্রতিফলন এবং ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং অন্যের অসদাচরণের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা মুমিনের অনন্য একটি গুণ। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ খুব সহজেই সবার প্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে মনোনীত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা এই গুণ অর্জনে মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٤٣

‘আর যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা অতি আবশ্যকীয় বিষয়।’ -(সুরা : শুরা, আয়াত : ৪৩)

তা ছাড়া এই গুণ অর্জনে রয়েছে ক্ষমা ও আল্লাহর ভালোবাসা। ইরশাদ হয়েছে,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٤

‘আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।’

-(সুরা : আল ইমরান, আয়াত : ১৩৪)

মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাদের ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তাই তিনি তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে এই গুণ অর্জনে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ ١٩٩

'আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন এবং মানুষকে ভালো বিষয়ের আদেশ করুন। আর মূর্খদের উপেক্ষা করুন।'

-(সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৯৯)

আর অন্যকে ক্ষমা করা এবং তার ভুলের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করার প্রায়োগিক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর প্রশস্ত উদারতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিখ্যাত সাহাবি আনাস (রা.) বলেন,

"আমি নবীজির সঙ্গে হাঁটছিলাম। তাঁর পরনে ছিল একটি নাজরানি (ইয়েমেনি) চাদর, মোটা কাপড় বিশিষ্ট। এক বেদুইন তার কাছে এসে সেই চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আমি দেখলাম মোটা কাপড়ের ঘষায় নবীজির কাঁধে দাগ বসে গেল। লোকটি কর্কশ স্বরে তাঁকে বলল, 'আল্লাহর যে মাল তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো!' নবীজি (সা.) লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন এবং মুচকি হাসলেন, এরপর তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ করলেন।"

-(বুখারি, হাদিস : ৩১৪৯)

মুমিনের বন্ধু আল্লাহ

মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় এবং শক্তির উৎস হল আল্লাহ তাআলা। মুমিনের জন্য আল্লাহ তাআলা বন্ধু, অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শক। এই বন্ধুত্ব এমন এক সম্পর্ক, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুমিনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তার জীবনের সকল বিষয়ে সহায়তা করেন। মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই মানুষের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মানুষ তাঁর দুনিয়ার প্রয়োজনে একে অপরের নিকট অনেক কিছুই চেয়ে থাকে। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, কেউ কারো নিকট কিছু চাইলেই পাবে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্তা। যিনি মানুষকে না চাইতে দান করেছেন এবং করেন। মানুষ আল্লাহর কাছে না চেয়েছে জীবন; না চেয়েছে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হাত, পা, চোখ, কান, নাকসহ অন্যান্য

অঙ্গ। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি বড় মায়া করেই এসব বিনা চাওয়াতেই দান করেন। প্রবাদ রয়েছে যে, **'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়; আল্লাহ তাআলাও তাঁর হয়ে যায়।'** আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় নিজেকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক ও বন্ধু হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তবেও তাই। তিনি বান্দার প্রতি অনেক দয়াশীল। কুরআনের যে সব আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বান্দার প্রকৃত অভিভাবক ও বন্ধু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তা থেকে কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো- আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥٧

"আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"

-(সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৭)

মুমিন মুমিনের প্রাচীর-স্বরুপ

ইসলামে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা একে অপরকে সাহায্য ও সুরক্ষার মাধ্যমে দৃঢ় করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনদের সম্পর্ককে একটি প্রাচীরের সাথে তুলনা করেছেন, যা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই সম্পর্ক শুধু আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের জন্য নয়, বরং উম্মাহর ঐক্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبّكَ أَصَابِعَهُ

"মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ, একে অপরকে শক্তি যোগায়। একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আঙুল প্রবিষ্ট করে দেখালেন।"

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

প্রাচীরের একেকটি ইট অপরটির সাথে দৃঢ়ভাবে জুরে থাকে। কোথাও সামান্যও ফাঁকা থাকে না। যার ফলে প্রাচীরটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এমন মজবুত হয়, ঝড়-তুফানে এবং শত্রুর আক্রমণেও তা টলে যায় না। তেমনি মুমিনরাও যেন হয় প্রাচীরের মত। তারা একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকবে, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের মাঝে কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা থাকবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাতের আঙুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন, **মুমিনদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মানুষ যেন এমনভাবে একতাবদ্ধ হয়, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দুই হাতের বিভিন্ন রকম আঙুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে একটি জিনিস, একটি অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ৩, পৃ. ৩২৬)**

মুমিন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী

মুমিনের পরিচয় তার ঈমান এবং সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইসলাম শুধু ইবাদতের ওপর গুরুত্ব দেয় না; বরং মানুষের চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে উন্নত করার জন্য বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। সুন্দর চরিত্র মুমিনের একটি মৌলিক গুণ, যা তাকে আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

ঈমানের দিক থেকে মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি, যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬২

অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা চরিত্রের সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। যে যত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে, তার ঈমান তত বেশি পূর্ণাঙ্গ হবে।

মুমিন তাওবাকারী

তাওবা অর্থ ফিরে আসা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মুমিনের জীবনে তাওবার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ প্রত্যেক মানুষ পাপ করে, কিন্তু মুমিনরা পাপ করার পর তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। একজন মুমিন জানে যে, আল্লাহ পরম করুণাময় এবং ক্ষমাশীল। তাই, তাওবা মুমিনের অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই মুমিনদের তওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) কর। নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হবে।' ***-[সূরা নূর, আয়াত ৩১]***

তাওবাকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাকে তিনি সফল ব্যক্তি বলেছেন। তখন ওই ব্যক্তি যদি ইন্তেকাল করে, তবে সে-ই তো সফল। আখিরাতের অনন্ত শান্তির স্নিগ্ধ আলোর ফোয়ারায় সে ভেসে বেড়াবে, পাখির মতো উড়ে বেড়াবে। আল্লাহ মালিক, প্রভু, প্রতিপালক। বান্দার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর শাশ্বত-অফুরন্ত নিয়ামতের বারিধারায় সিক্ত। তাই বান্দাকে ফিরে আসতেই হবে অনন্ত সফলতা ও কল্যাণের জন্য। আর যারা ফিরে আসে না, আল্লাহর অনন্ত নিয়ামত উপভোগ করেও তার পথ মাড়ায় না, তাদের মহান আল্লাহ তায়ালা জালিম হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ١١

'যারা তাওবা করবে না, তারাই অত্যাচারী।'

-

[সূরা হুজুরাত, আয়াত ১১]

মুমিন যিকিরকারী

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকে। এই স্মরণ বা যিকিরের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ককে গভীর করে এবং অন্তরের প্রশান্তি লাভ করে। যিকির শুধু আল্লাহকে স্মরণ করার একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি একজন মুমিনের জীবনে বরকত, শান্তি এবং সফলতা নিয়ে আসে। আল্লাহর যিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রূহ। আবু ওসমান নাহদী রাহ. বলেন, কুরআন মজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং শোকর গোযারি কর, না-শোকরি করো না। -(সূরা বাকারা : ১৫২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"প্রত্যক বস্ত্র পরিষ্কার করারা উপকরণ আছে। তেমনি আন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হল আল্লাহর যিকির।"**

মুমিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে

মুমিন কখনো অন্যায়কে মেনে নেয় না বা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে না। একজন প্রকৃত মুমিন সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মুমিনের ঈমানের পরিচায়ক। এ সম্পর্কে হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

"যদি কোন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং ওই জাতির মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে সেই গুনাহ থেকে বাঁধা না দেয় তবে মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই তাদের

উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়।” *-(আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান।)*

হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“কালিমায়ে তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার পাঠকারীকে সব সময় উপকার করতে থাকে এবং তার উপর হতে আজাব ও বালা-মুসিবত দূর করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এর হকের অবমাননা না করা হয়। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, কালিমায়ে তাওহীদের হকের অবমাননা করার অর্থ কি? রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় আর তা বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না।”

- (তারগীব)

মুমিনের অন্তর আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে উদগ্রীব থাকে

একজন প্রকৃত মুমিনের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পরকালীন জীবনে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। এ আকাঙ্ক্ষা তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রেখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন বিশ্বাস করে, আল্লাহর সাক্ষাৎ হলো চূড়ান্ত সফলতা এবং অনন্ত জীবনের সর্বোচ্চ পুরস্কার। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুকে অপছন্দের কথা বলছেন? আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, সেটা নয়, বরং (মৃত্যুর সময়) যখন মুমিনকে আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের খোশখবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহর আজাব ও গজবের সুখবর দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’

-(সহিহ মুসলিম : ২৬৮৫)

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার-স্বরূপ

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

আলোচ্য হাদিসের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ বলেন, পরকালের অফুরন্ত সুখ বা দুঃখের বিবেচনায় দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য কারাগার বা জান্নাত। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন,

"মৃত্যুর পর মুমিনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অফুরন্ত নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে কারাগারের মতো। অন্যদিকে মৃত্যুর পর কাফেরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আজাবের প্রতিশ্রুতি আছে, সে তুলনায় দুনিয়া তার কাছে জান্নাতের মতো। "

-(ইবনু তায়মিয়াহ, জামেউর রাসায়েল ২/৩৬২)

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'হাদিসের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক মুমিন (দুনিয়ায়) কয়েদি বা জেলখানায় বন্দি। কেননা দুনিয়ায় তার জন্য অপছন্দনীয়, হারাম ও প্রবৃত্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মুমিন অল্প আহারকারী

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো সে খাদ্য গ্রহণে সংযম পালন করে। অল্প আহার করা কেবল শারীরিক সুস্থতার জন্য নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে অতিরিক্ত আহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিকদাম ইবনু মাদীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।”

-

(তিরমিজি, হাদিস: ২৩৮০)

মুমিন সহজ-সরল ও উদার মনের অধিকারী

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো সহজ-সরল এবং উদার মনের অধিকারী হওয়া। সে তার চিন্তা, কর্ম এবং আচরণে আন্তরিক, বিনয়ী এবং উদার। তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সে এমন আচরণ করে যা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، قَالُوا لَهُ : عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا ، قَالُوا : تَذَكَّرْ ، قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ ، وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ ، قَالَ قَالَ اللَّهُ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ » . (رواه البخاري و مسلم) .

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফিরিশ্তাগণ সাক্ষাৎ করে (অর্থাৎ তার মৃত্যুকালে) জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি (বিশেষ) কোনো সৎকাজ করেছ কি? সে বলল: না, তারা বললেন: স্মরণ করে দেখ; সে বলল: আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম; তারপর অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আমি আমার লোকদেরকে নির্দেশ দিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর মহান আল্লাহ তা‘আলা বললেন: “তাকে দায়মুক্ত করে দাও।”

-(বুখারী, হাদিস নং- ১৯৭১; মুসলিম, হাদিস নং- ৪০৭৬)

মুমিন মানুষের সাথে মেশে

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো সে মানুষের সাথে মিলেমিশে চলতে জানে। তার আচরণে থাকে নম্রতা, ভালোবাসা ও সৌজন্য। ইসলাম মানুষকে একটি পরিবার এবং সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন মুমিনের প্রশংসা করেছেন, যে সমাজের মানুষের সাথে মেশে এবং তাদের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে মুমিন মানুষের সাথে মেশে এবং তাদের ঝামেলা সহ্য করে, মহান আল্লাহর দরবারের তাদের পুরস্কার ঐ মুমিন অপেক্ষা বৃহৎ যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের ঝামেলাও সহ্য করে না।"

-[মেশকাতুল আনওয়ার ফি গুরারিল আখবার, পৃ. ১৯৩]

মুমিন সালাম আদান-প্রদানকারী

সালাম আদান-প্রদান ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এটি মুমিনের পরিচয় এবং তার হৃদয়ের শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সালাম কেবল একটি শুভেচ্ছা নয়, এটি দোয়া, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের বার্তা বহন করে। একজন মুমিন জানে যে সালাম দিয়ে অন্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং শান্তি কামনা করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦

'যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয় (সালাম দেয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা (উত্তরে) উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর।' (সুরা নিসা : আয়াত ৮৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **'যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। তবে এ সালামের মধ্যে অপর ভাইয়ের শান্তির জন্য দোয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষার মনোভাব থাকতে হবে।'**

মুমিন সৎ কাজের আদেশকারী ও মন্দ কাজের নিষেধকারী

মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব হলো সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। এটি কেবল একজন মুমিনের ঈমানের প্রকাশ নয়, বরং একটি ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান উপায়। আল্লাহ তাআলা এই গুণের প্রশংসা করেছেন এবং মুমিনদের ওপর এটি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের নিষেধ করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ রাববুল আলামীনের নির্দেশ। তিনি বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٤

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম’ -(আলে-ইমরান ১০৪)।

তিনি আরো বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরাই এমন এক উত্তম দল, যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে অবশ্যই তাদের জন্যে মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী’ -(আলে ইমরান ১১০)।

মুমিন আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো, সে সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে লালন করে এবং তার প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। এই ভয় তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায় ও সততার পথে পরিচালিত করে। আল্লাহর ভয় মুমিনের হৃদয়ে একটি বিশুদ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

'তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। -(সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ২৮।)

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং তারাই ছিলো আমার কাছে বিনয়ী। -[সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ৯০]

মুমিন অন্যের প্রতি জুলুম করে না

ইসলামে অন্যের প্রতি জুলুম বা অন্যায় আচরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মুমিন এমন একজন মানুষ, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ন্যায়বিচারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সে কখনও অন্যের প্রতি অযথা অত্যাচার বা অপব্যবহার করে না, কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে এই পৃথিবীতে শান্তি, ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছেন। মুমিন জানে যে, আল্লাহর কাছে বিচার হবে এবং আল্লাহ কখনও কোনো অযথা অত্যাচার বা অবিচার সহ্য করেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

"অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে, আর অন্যায়ভাবে যমীনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে; তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

-(সূরা আশ-শুরা: ৪২)

মুমিন অন্যের কষ্ট দূর করে

মুমিন একজন এমন ব্যক্তি, যার হৃদয় দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল। সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টির প্রতি দয়ালু এবং সর্বোত্তম সহানুভূতি প্রদর্শনকারী। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মুমিনের উচিত সবার প্রতি সহানুভূতি দেখানো, অন্যের কষ্টে অংশ নেওয়া এবং তাদের সাহায্য করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার অভাব মোচনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোনো একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।"
-(বুখারি, হাদিস : ২৪৪২)

মুমিন সবরকারী বা ধৈর্যশীল

ধৈর্য বা সবর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা মুমিনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুমিন সবরকারী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ও আদেশ পালনে অবিচল থাকে এবং তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। মুমিন জানে যে, এই পৃথিবীতে যে কোনো সমস্যা, কষ্ট বা পরীক্ষা আসুক না কেন, তা আল্লাহর দয়া ও পরীক্ষার অংশ, এবং সে তা সহ্য করার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

-

(সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬)

মুমিন কখনো হতাশ ও নিরাশ হয় না

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, মুমিন কখনো হতাশ বা নিরাশ হয় না, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। মুমিন জানে, জীবনের প্রতিটি ঘটনা, আনন্দ বা কষ্ট, প্রত্যেকটি মুহূর্ত আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে, এবং আল্লাহ কখনো তার বান্দাকে একা ছেড়ে দেন না। সে তার ঈমান ও আশা নিয়ে সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর সাহায্য এবং রহমতের আশায় থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٩

"আর তোমরা নিরাশ হয়োনা ও বিষন্ন হয়োনা এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।"

-(সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৩৯)

মুমিন তাহাজ্জুদ আদায়কারী

তাহাজ্জুদ হলো রাত্রে বিশেষভাবে আল্লাহর ইবাদত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা মুমিনের মধ্যে অতিরিক্ত অঙ্গীকার, আন্তরিকতা এবং আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে নিকটতাপ্রাপ্তির এক প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। মুমিন তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করে এবং তার নিকট সর্বোত্তম পুরস্কারের আশা রাখে। এটি মুমিনের জন্য ঈমান, ধৈর্য, এবং অন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি করার একটি মহৎ মাধ্যম।

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" -(সূরা যারিয়াত ৫১: ১৮)

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

"আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।" -(সূরা ফুরকান ২৫: ৬৪)

মুমিন জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকে

মুমিনের জীবনে জাহান্নামের ভয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি। ইসলামে, পৃথিবী এবং আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য মুমিনের জন্য একমাত্র পথ হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, তার আদেশ মেনে চলা এবং তার নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা। তবে, যখন মুমিন আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, তখন তার অন্তরে জাহান্নামের ভয়ও থাকতে হবে, কারণ এটি তাকে আল্লাহর প্রতি আরো ভীত ও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং তার সৎ কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করে। **নবী করিম (সা.) উম্মতকে শেখানোর জন্য বেশি বেশি জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কেননা দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৮৪৩)**

জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বালিত করা হলো, এক পর্যায়ে তা লাল হয়ে যায়, অতঃপর আরো এক হাজার বছর, এক পর্যায়ে তা সাদা হয়ে গেল, অতঃপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্বালিত করা হলো, অবশেষে তা কালো হয়ে গেল, এখন তা একেবারে কালো। (তিরমিজি, হাদিস : ২৬০০)

মুমিন গীবত থেকে বেঁচে থাকে

গীবত হলো অন্য ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চরিত্র, আচার-ব্যবহার বা কোনো নেতিবাচক দিক নিয়ে অন্যের অগোচরে আলোচনা করা, বিশেষত তার অনুমতি ছাড়া। ইসলামে গীবতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি একজন মুমিনের জন্য এক ধরনের পাপ হিসেবে গণ্য হয়। মুমিন আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করে এবং যেসব কাজে তাঁর অস্থিরতা বা রোষের কারণ হতে পারে, সে সব থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা করে। গীবত তেমনই এক কাজ, যা একজন মুমিনের সততা, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে গিবত বা পরনিন্দা মারাত্মক গুনাহগুলোর একটি। গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

‘হে মু’মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশি তাওবাহ ক্ববূলকারী, অতি দয়ালু।’ -(সূরা হুজরাত, আয়াত, ১২)

মুমিন অপচয় করে না

অপচয় করা ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিন আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে এবং অপচয় থেকে বিরত থাকে। তিনি জানেন যে, আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। অপচয়-অপব্যয় ব্যক্তি ও সমষ্টির সামগ্রিক অবয়বে অনির্বচনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সময়, সম্পদ ও সুযোগের সুষম ব্যবহারে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। কোরআনে অপচয়-অপব্যয় থেকে দূরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ٣٨

‘এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না, আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ।’

-

(সুরা নিসা, আয়াত: ৩৮)

আল্লাহ আরও বলেন,

حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤١

‘অপচয় করবে না, কারণ আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।’

-(সুরা আনআম, আয়াত: ১৪১)

মুমিন কারো হক নষ্ট করে না

ইসলামে ন্যায়বিচার এবং মানুষের হক আদায়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুমিনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে কখনো অন্যের অধিকার নষ্ট করে না। একজন প্রকৃত মুমিন সবসময় সততা, ন্যায় এবং দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে আচরণ করে। একজন মুমিন সব সময়

অন্যের উপকারের চেষ্টা করবে এবং ক্ষতিসাধন থেকে দূরে থাকবে-এটাই ইসলামের শিক্ষা। কারণ যারা মানুষের উপকার করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। অন্যের ক্ষতিসাধন ও হক নষ্টের চেষ্টাকারীদের আল্লাহ সাময়িকভাবে ছাড় দিলেও, ছেড়ে দেন না। তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের কাছে পেশ করো না।

-(সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৮)

হজরত আবু সিরমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি অন্য কারও ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহতায়ালা তা দিয়েই তার ক্ষতিসাধন করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহতায়ালা তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন।' - (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৪০)

মুমিন সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকে

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে সন্দেহ এবং সংশয়ের মতো নেতিবাচক অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। সন্দেহ মানুষের অন্তরে অস্থিরতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে, যা সমাজে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। একজন প্রকৃত মুমিন নিজের চিন্তা-ভাবনায় পরিশুদ্ধ এবং সন্দেহকে এড়িয়ে চলে, কারণ এটি ঈমানের সঙ্গে অসঙ্গত। পবিত্র কোরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ

‘হে ঈমানদাররা! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা গুনাহ।’ - (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১২)

অর্থাৎ কারো ব্যাপারে এমন কিছু ধারণা বা সন্দেহ করা, যে বিষয়টি তার মধ্যে নেই, এটা গুনাহের কাজ। এটা তার হক নষ্টের শামিল। পরে যখন প্রকৃত সত্য জানতে পারি, তখন লজ্জিত হতে হয়। নবীজি (সা.)ও সন্দেহ বা ধারণা থেকে কঠিনভাবে দূরে থাকতে বলেছেন। হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

‘সাবধান! তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা।’

-(বুখারি, হাদিস : ৪০৬৪; মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৩)

মুমিন আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে

মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, তিনি আল্লাহর ফয়সালায় (রায় ও সিদ্ধান্তে) সন্তুষ্ট থাকেন। এটি তার ঈমানের গভীরতা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা মানে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের ভাগ্যকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা। হাদিসের ঘোষণায় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন বান্দার জন্য ছোট্ট ৩টি সন্তুষ্টিতে জান্নাত আবশ্যকের ঘোষণাও দিয়েছেন। তাইতো কোনো মুমিন বান্দাই এ ঘোষণার কথা ভুলে না। বরং সকাল-সন্ধ্যা নিজেদের সন্তুষ্টির কথা বার বার পড়তে থাকে-

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

‘(হে আল্লাহ!) আমি আপনাকের রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট আর প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবি হিসেবে পেয়েও সন্তুষ্ট।’ (মুসলিম)

মুমিন রাগ ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী

মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো রাগ ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা। রাগ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলেও মুমিন এই প্রবৃত্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংযমের মাধ্যমে দমন করেন। এটি তার চরিত্রের দৃঢ়তা, আত্মশক্তি এবং আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্যের পরিচয়। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয়; বরং এটি সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ মানবীয় ত্রুটিগুলোর একটি। কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার হলে রাগ এসে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত রাগ পোষণ বা প্রদর্শন মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। যারা কঠিন রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٤

'এবং রাগ দমনকারীরা ও মানুষকে ক্ষমাকারীগণ। আল্লাহ অনুগ্রহকারীকে ভালোবাসেন।'

-(সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১৩৪)

তা ছাড়া কঠিন রাগ সংবরণ করতে পারা শক্তিমত্তার পরিচয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে রাগ হবে। রাগের বশবর্তী হয়ে কারো ক্ষতি করে ফেলা বীরত্ব নয়, বরং বীরত্ব হলো কঠিন রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা। আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) রাগ সংবরণে সমর্থ ব্যক্তিকে শক্তিশালী বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেন,

'সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে ব্যক্তি কুস্তি লড়ে অন্যকে ধরাশায়ী করে, বরং প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।' -(বুখারি, হাদিস : ৬৮০৯)

মুমিন অলসতা ত্যাগ করে উদ্যমী হয়

মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অলসতা পরিহার করে উদ্যমী ও সক্রিয় জীবনযাপন করেন। অলসতা একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির অন্তরায়। একজন প্রকৃত মুমিন আল্লাহর ইবাদত, দ্বীন প্রচার এবং দুনিয়ার কল্যাণময় কাজগুলোতে উদ্যমী হন। এ গুণ তার ঈমানের পূর্ণতা এবং সফল জীবনের প্রতিফলন। অলসতার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনেও নিন্দা এসেছে। আল্লাহ তাআলা অলসদের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং অলসতাকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

‘হে ঈমানদারগণ, নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়ো। আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে আমি তাদের সঙ্গে যাইনি।’ - (সুরা নিসা, আয়াত : ৭১-৭২)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে মুনাফিকদের অলসতাকে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

“আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাজে আসে অলসতার সঙ্গে, ব্যয় করে সংকুচিত মনে।” (সুরা তাওবা, আয়াত : ৫৩-৫৪)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন। কারণ তারা গাফলত ও উদাসীনতার সঙ্গে নামাজে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুমিনের অবস্থার বিপরীত। মুমিন নামাজে দাঁড়ায় হিম্মত, উদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে। ফলে তারা শেষ রাতের ঘুমের আরাম ত্যাগ করে রাতের নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন,

‘তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।’

সিজদাহ, আয়াত : ১৬)

মূলত শয়তান চায় সর্বদা মুমিন বান্দার ইবাদতে আলস্য সৃষ্টি করতে। কারণ শয়তান মুমিনের ভালো কাজগুলো সহ্য করতে পারে না। তাই তো সে মানুষের দেহমনে অলসতা সৃষ্টি করে ভালো কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

মুমিন ইয়াতিমের হক নষ্ট করে না

ইয়াতিম অর্থ এমন শিশু, যার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং সে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। ইসলামে ইয়াতিমদের অধিকার রক্ষা করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন মুমিন কখনো ইয়াতিমের হক নষ্ট করে না; বরং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকে। এটি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

‘(হে নবি) আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।’

-(সুরা দুহা, আয়াত-৮)

এতিমদের প্রতি যে সম্পদ ব্যয় করবে তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত। ইরশাদ হয়েছে,

‘তারা আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও (আল্লাহর ভালোবাসায়) অভাবী, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। (এবং তারা বলে) শুধু আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের আহার্য দান করি। বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না।’

-

(সুরা দাহর, আয়াত-৮, ৯)

সাহল বিন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

‘আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব [তিনি তর্জনী ও মধ্য অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মধ্যে তিনি সামান্য ফাঁক করেন]।’

-

(বুখারি, হাদিস নং-৫৩০৪)

এতিমের সাহায্যকারী মর্যাদা সম্পর্কে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

‘বিধবা, এতিম ও গরিবের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদের সমতুল্য। অথবা তার মর্যাদা সেই (নামাজের জন্য) রাত জাগরণকারীর মতো, যে কখনো ক্লান্ত হয় না। অথবা তার মর্যাদা সেই রোজাদারের মতো, যে কখনো ইফতার (রোজা ভঙ্গ) করে না।’

-(মুসলিম, হাদিস নং- ৫২৯৫)

মুমিন ওজন ও পরিমাপে ইনসাফ করে

ইসলামে মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো ওজন ও পরিমাপে ইনসাফ বা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা। কোরআন ও হাদিসে বারবার এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ ইসলাম মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অপরিহার্য। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ. الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۖ. وَ اِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِکَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ. لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ. يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

ধবংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা লোকদের থেকে নেয়ার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেয়ার সময় কম করে দেয়। এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসের। এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে

-

(৮৩. মুতাফফিফীন ১-৬)

اَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ لَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِيۡنَ. وَ زِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِ. وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ. وَ اتَّقُوا الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ وَ الۡجِبِلَّةَ الۡاَوَّلِيۡنَ.

তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ে না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না এবং সেই সত্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।

-(২৬. শুয়ারা ১৮১-১৮৪)

মুমিন কটুভাষী হতে পারে না

ইসলামে একজন মুমিনের গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো তার ভদ্রতা ও নরম ভাষা ব্যবহার। কটুভাষী হওয়া বা অন্যকে আঘাতকারী ভাষায় কথা বলা ইসলামে একদমই নিষিদ্ধ। একজন মুমিনের মুখে এমন ভাষা থাকা উচিত যা শান্তিপূর্ণ, সদয় এবং সম্মানজনক। ইসলামে একজন মুমিনের আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ.

“মুমিন কটুভাষী হতে পারে না, লা‘নতকারী হতে পারে না এবং অশ্লীল ও অশালীন কথা বলতে পারে না।”

-আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৩১২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৭৭

মুমিনের সুখেও কল্যাণ, দুঃখেও কল্যাণ

সলামে মুমিনের জীবনকে সুখ-দুঃখের অনুপ্রেরণায় পূর্ণ একটি যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে তার প্রতিটি পরিস্থিতি আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে থাকে। মুমিনের জন্য জীবনের সব সময়ই কল্যাণের সুযোগ থাকে, কারণ তার বিশ্বাস এবং আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে

হয়। ইসলাম মুমিনকে শিখায় যে, সুখে এবং দুঃখে সমানভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, কারণ সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ঘটে এবং প্রতিটি অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। ছুহাইব রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنّ أَمْرَهُ كُلّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মুমিনের বিষয় বড়ই আশ্চর্যজনক। তার সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া আর কারও এই বৈশিষ্ট্য নেই। সে যখন আনন্দদায়ক কিছু লাভ করে তখন শোকর করে, আর শোকর তার জন্য কল্যাণের বিষয়। যখন কষ্টদায়ক কোনো কিছুর সম্মুখীন হয়, তখন সে ছবর করে, আর ছবরও তার জন্য কল্যাণের বিষয়।

-(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯)

দুনিয়াতে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা তো সবার জীবনেই আসে। কিন্তু এই সুখ ও আনন্দ, এই দুঃখ ও বেদনার মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা- এটা কেবল ঐ সকল ঈমানদারদেরই ভাগ্য, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে যে, নিজেদের সব সুখ ও আনন্দ, সব প্রাপ্তি ও অর্জনকে তারা আল্লাহর দান মনে করে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর তারা যদি দুঃখ-বেদনা, বিপদ ও দুর্দশায় আপতিত হয় তখন তারা বন্দেগী ও দাসত্বের পূর্ণ শান ও মহিমা নিয়ে আল্লাহর কাছে ছবর করে। এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহরই ইচ্ছায় এই দুঃখ-বেদনা, এই বিপদ ও দুর্দশা আমার উপর এসেছে। আল্লাহই পারেন তা দূর করে দিতে।

যেহেতু সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুষঙ্গ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর সব সময় ছবর ও শোকরের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ১, হিস্যা. ২, পৃ. ১৯১)

কাফেরদের আলামত

কাফের বা অবিশ্বাসী সে ব্যক্তিরা, যারা আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম বা মতবাদে বিশ্বাস রাখে। ইসলামে কাফেরদের বিভিন্ন আচরণ, বিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার কিছু চিহ্ন বা আলামত বর্ণিত হয়েছে, যা তাদের পাপী অবস্থাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কাফেরদের এসব আলামত একদিকে তাদের অবিশ্বাসের পরিচায়ক, অন্যদিকে তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রমাণ। কোরআন ও হাদিসে কাফেরদের আলামত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের অভাব

কাফেরদের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর একত্ব এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু কাফেররা এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে থাকে। তারা আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে মেনে নেয় না। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣

"এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।"

-(সূর মুনাফিকুন: ০৩)

ইসলামে, একে অপরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা না হলেও, ইসলাম আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. নফসানী (দুনিয়াবী) আকাঙ্ক্ষা ও অহংকার

কাফেররা দুনিয়ার সুখ, সম্পদ এবং ক্ষমতা অর্জনকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারা জানে না যে, এ দুনিয়া শুধুই এক পরীক্ষা এবং পরকাল হল চিরস্থায়ী জীবন। তাদের অধিকাংশ সময় ধন, খ্যাতি, এবং পৃথিবীজুড়ে ভোগ-বিলাসিতায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤

"এবং যখন আমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সাজদাহ করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"

-(সূরা আল-বাকারাহ: ৩৪)

এছাড়া, কাফেরদের মধ্যে একধরনের অহংকার থাকে, তারা মনে করে তারা অমর, তাদের কাছে অমূল্য সম্পদ এবং দুনিয়াবী অধিকার রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ এবং তাঁর নির্দেশনাগুলি উপেক্ষা করে চলে। তাদের এই অহংকার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের অভাব এবং ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

৩. আল্লাহ ও কোরআনকে অস্বীকার করা

কাফেরদের মধ্যে আরেকটি লক্ষণ হলো তারা কোরআন এবং তার অন্তর্নিহিত নির্দেশনা অস্বীকার করে। ইসলামের মূলগ্রন্থ, কোরআন, যার প্রতি মুমিনরা পূর্ণ আস্থা রাখে, কাফেররা একে অস্বীকার করে এবং নিজেদের মতবাদ অনুসরণ করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

"যারা ঈমান আনল, অতঃপর কুফরী করল আবার ঈমান আনল আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থাকল, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং পথপ্রদর্শন করবেন না।"

-(সূরা আন-নিসা: ১৩৭)

কাফেররা যখন কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে না, তখন তারা আল্লাহর নীতি ও নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়, এবং নিজেদের বিশ্বাস এবং মতবাদে একগুঁয়েমি করে চলতে থাকে। তারা তাদের আচরণ, জীবনধারা এবং বিশ্বাসে কোরআনের প্রতিটি নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে। এমনকি যখন কোরআন তাদের সামনে পড়ে, তখন তারা এটিকে গর্ব বা অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

৪. ঈমানের প্রতি শত্রুতা

কাফেরদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আলামত হলো তারা ঈমানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তারা মুমিনদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাপিত জীবনকে ছোট করে দেখে এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨

"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যে রচনা করে আর প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তাঁর নিকট থেকে আসে? কাফিরদের আবাস স্থল কি জাহান্নামের ভিতরে নয়?"

-(সূরা আনকাবুত: ৬৮)

এছাড়া, কাফেররা মুমিনদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আদর্শে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। তারা ইসলামকে অস্বীকার করতে এবং মুসলিমদের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে থাকে। এমনকি অনেক সময় তারা ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করে, যাতে মুমিনদের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

৫. পরকাল বা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস

একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হলো কাফেররা আখিরাতের বিশ্বাস অস্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে না যে, মৃত্যুর পর একটি পরকালের জীবন আছে, যেখানে তাদের কাজের পরিণতি হিসেবে পুরস্কৃত বা শাস্তি হবে। তারা মনে করে, পৃথিবীই একমাত্র বাস্তবতা, এবং তারা এখানেই তাদের সুখ-দুঃখ বা জীবনযাত্রার সমাপ্তি দেখতে পায়। কাফেররা যখন পরকাল বা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস না রাখে, তখন তারা তাদের নৈতিকতা ও আচরণে সমাজের প্রতি অবিচার করতে পারে, কারণ তারা মনে করে সব কিছুই এ পৃথিবীতেই শেষ হয়ে যাবে।

৬. একমাত্র আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ায় বিশ্বাসের অভাব

কাফেরদের আরেকটি আলামত হলো তারা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া উপলব্ধি করতে পারে না। ইসলামে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তিনি তার বান্দাদের প্রতি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। কিন্তু কাফেররা বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ তাদের পাপগুলো ক্ষমা করতে পারেন এবং তাদের পরবর্তী জীবনকে সুসংহত করতে পারেন। তারা মনে করে তাদের খারাপ কাজের জন্য শাস্তি হবে এবং এর পরিণতি কখনোই পরিবর্তন হবে না। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

৭. ইসলাম বা ইসলামী আইনকে অগ্রাহ্য করা

কাফেরদের মধ্যে ইসলামী আইন এবং শাসনব্যবস্থা অগ্রাহ্য করার প্রবণতা রয়েছে। তারা ইসলামের বিধি-নিষেধ এবং আল্লাহর আইনকে অবৈধ বা অসঙ্গত বলে মনে করে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসনকে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখে এবং কখনো তা গ্রহণ করতে চায় না।

কাফেরদের আলামত বা চিহ্ন গুলি কেবল তাদের ধর্মীয় অবস্থা ও বিশ্বাসের প্রতি তাদের অনীহা নয়, বরং তাদের শত্রুতামূলক আচরণ, আল্লাহর নীতি অস্বীকার, অহংকার, দুনিয়াবাদী চিন্তা, এবং পরকাল বিশ্বাসের অভাবের বহিঃপ্রকাশও। ইসলামে কাফেরদের এসব আলামত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে মুমিনরা তাদের ঈমানের দিক থেকে আরও সতর্ক থাকতে পারে এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

মুনাফিকের আলামত

মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিচয়ে বিশ্বাসী বা মুমিন হিসেবে প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবে সে অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে। তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ ইসলাম এবং মুমিন সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলামে মুনাফিকদের স্থান কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত, কারণ তারা অন্তরে কুফর বা অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে উপস্থাপন করে। কোরআন ও হাদিসে মুনাফিকদের চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদের সতর্ক থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১. মিথ্যা বলা

মুনাফিকরা মিথ্যা বলা এবং প্রতারণাকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করে। তাদের কথার ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না, কারণ তারা সত্য ও সততার প্রতি দায়বদ্ধ নয়।

“আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি- ১. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে ২. যখন অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানতের খেয়ানত করে।”

-(বুখারী-

২৬৮২, মুসলিম ১/২৫)

২. অমান্যকারী মনোভাব

মুনাফিকরা আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ মেনে চলে না এবং ইসলামি বিধি-বিধানের প্রতি উদাসীন থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّقُوۡلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ مَا هُمۡ بِمُؤۡمِنِیۡنَ ۘ﴿۸﴾یُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩

"তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদেরই ধোঁকা দেয়।"

-(সূরা বাকারা: ৮-৯)

৩. নামাজে অলসতা ও দম্ভ

মুনাফিকরা নামাজ পড়লেও তা অলসতার সাথে এবং মানুষকে দেখানোর জন্য পড়ে। কোরআনে উল্লেখ আছে,

اِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ یُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمۡ ۚ وَ اِذَا قَامُوۡۤا اِلَی الصَّلٰوۃِ قَامُوۡا كُسَالٰی ۙ یُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَ لَا یَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۱۴۲﴾ۙ

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাদের ধোঁকা দেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় এবং মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।"

-(সূরা নিসা: ১৪২)

৪. মুমিনদের ক্ষতি করার চেষ্টা

মুনাফিকরা নিজেদের লাভের জন্য মুমিনদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে। তারা চায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٠٧

"আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।"

-(সূরা তওবা: ১০৭)

৫. অন্তরে সন্দেহ থাকা

মুনাফিকরা আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে না। তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহ থাকে। কোরআনে উল্লেখ আছে,

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧

"তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়।"

-(সূরা নূর: ৪৭)

৬. দ্বিমুখী আচরণ করা

মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা একরকম কথা বলে এবং অন্যরকম কাজ করে। মুমিনদের সামনে তারা নিজেদের মুমিন বলে দাবি করে, কিন্তু তাদের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখে। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤

"এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলেঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরাতো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও প্রহসন করে থাকি।"
-(সূরা বাকারা: ১৪)

মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য

মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন এমন ব্যক্তি, যিনি অন্তরে, কাজে এবং কথায় ঈমানের পরিচয় দেন। অন্যদিকে, মুনাফিক এমন ব্যক্তি, যিনি বাহ্যিকভাবে ঈমানের পরিচয় দিলেও অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখেন। মুমিন আল্লাহর প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু মুনাফিক আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) প্রতি বিশ্বাস না করেও নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে মুমিনের সত্তা ধারণ করেন। নিচে মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. বিশ্বাসের দিক থেকে পার্থক্য

মুমিনরা আল্লাহর একত্ব, রাসুলের (সা.) নবুওত, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, আখিরাত ও তাকদিরে পূর্ণ ঈমান রাখেন।

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ١٥

"মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।"

-(সূরা হুজরাত: ১৫)

মুনাফিকরা মুখে ঈমানের দাবি করলেও অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧

"তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়।"

-(সূরা নূর: ৪৭)

২. কথা ও কর্মের দিক থেকে পার্থক্য

মুমিনদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে। তারা যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা পূরণ করে। মুনাফিকদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না। তারা মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

৩. নামাজ ও ইবাদতের দিক থেকে পার্থক্য

মুমিনরা নামাজ আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আদায় করে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে।

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ٢

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র।"

-(সূরা মুমিনুন:১-২)

মুনাফিকরা অলসভাবে ও লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۴۲﴾ۙ

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাদের ধোঁকা দেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় এবং মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।"

-(সূরা নিসা: ১৪২)

৪. পরকালীন অবস্থার দিক থেকে পার্থক্য

মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।"

-(সূরা বাকারাঃ ২৫)

মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে থাকবে।

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে থাকবে, এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

-(সূরা নিসা: ১৪৫)

মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য

মুমিন এবং কাফের—এই দুটি শ্রেণির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো তাদের বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনযাত্রার মধ্যে। মুমিন বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সা.), ফেরেশতাগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আখিরাত এবং তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। অন্যদিকে, কাফের হলো সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসুলের (সা.) নবুওত এবং ইসলামের মৌলিক সত্যগুলো অস্বীকার করেন। কোরআন ও হাদিসে মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

মুমিনরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা ইসলামিক বিশ্বাসের সব স্তম্ভ মেনে চলে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ***"প্রকৃত মুমিনরা তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনে এবং তাতে কখনো সন্দেহ করে না।"***

-(সূরা হুজুরাত: ১৫)

কাফেররা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সা.) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করে এবং আখিরাতের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। ***"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।"***

-(সূরা বাকারা: ৬)

মুমিনরা আল্লাহর প্রতি বিনয় এবং আনুগত্য প্রকাশ করে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। কাফেররা আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং নিজেদের ইচ্ছা ও ভোগবিলাসে মগ্ন থাকে।

"যারা ঈমান আনল, অতঃপর কুফরী করল আবার ঈমান আনল আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থাকল, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং পথপ্রদর্শন করবেন না।"

-(সূরা আন-নিসা: ১৩৭)

মুমিনরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর দেওয়া নির্দেশাবলী মেনে চলে। কাফেররা নামাজ ও ইবাদতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না। মুমিনরা আখিরাত এবং পরকালের বিচার দিনে বিশ্বাস করে এবং জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কাফেররা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা মনে করে দুনিয়াই সব।

وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤

"তারা বলে- জীবন বলতে তো শুধু আমাদের এ দুনিয়ারই জীবন, আমরা মরি আর বেঁচে থাকি (এখানেই)। কালের প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু ধারণা করে।"

-(সূরা জাসিয়া: ২৪)

মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা আখিরাতে চিরস্থায়ী শান্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। কাফেরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত। তারা চিরকাল আগুনে পুড়ে শাস্তি ভোগ করবে।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩

"আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"

-(সূরা বাকারা: ৩৯)

اِنَّ اللّٰهَ يُدۡخِلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۲۳﴾

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”

-(সূরা আল-হজ্জ:২৩)

কাফের ও মুনাফিকের শাস্তি

কাফেরদের শাস্তি দুনিয়া, কবর এবং আখিরাতের প্রতিটি ধাপে নির্ধারিত এবং ভয়াবহ। তাদের এই শাস্তি তাদের অবিশ্বাস, অহংকার, এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ফল। কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কোরআনে কাফেরদের শাস্তির এই ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যেন মানুষ ঈমানের পথে আসে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং আখিরাতের শান্তি অর্জনের চেষ্টা করে।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٦ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧

“যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি; কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল! তাদেরকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণের (ভয়াবহ) গর্জন শুনতে পাবে আর তা হবে উদ্বেলিত।”

-(সুরা মুলক: ৬-৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿۳۴﴾

“নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।”

-(সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৪)

وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾

“আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না তবে নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।”

-

(সুরা আল-ফাতহ ৪৮:১৩)

ٱلۡقِيَا فِيۡ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيۡدٍ ﴿۲۴﴾

“আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে-”

-(সূরা কাফ ৫০:২৪)

কাফের বা অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আখেরাতের জীবনে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহর কোনো রাসুলকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা কুফরি ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহর রাসুলদের না মেনে শুধু আল্লাহর প্রতি ইমান আনা পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কেয়ামতের দিন জাহন্নাম ভয়াবহ গর্জন করতে থাকবে ও ফুঁসতে থাকবে যেন ক্রোধে-আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

অপরদিকে, মুনাফিকের শাস্তি সম্পর্কেও কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুনাফিকরা তাদের দ্বিমুখী আচরণ ও অবিশ্বাসের কারণে ইসলামি সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যদিও তারা মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, অন্তরে তারা ঈমানদার নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) আদেশ-নিষেধের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য প্রদর্শন করে না। তাদের এমন আচরণের কারণে আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়া, কবর এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।
মুনাফিকরা কখনোই অন্তরে শান্তি পায় না। তারা সর্বদা নিজেদের কৌশল ও চক্রান্তের ফাঁদে আটকে যায়। আল্লাহ বলেন,

فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠

"তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যেবাদী।"

-(সূরা বাকারা: ১০)

আল্লাহ মুনাফিকদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন, যা তাদের দুনিয়ার জীবনেই এক অভিশপ্ত অবস্থায় রাখে। কোরআনে বলা হয়েছে,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٦٨

"আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়া'দা দিয়েছেন, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আছে আল্লাহর অভিশাপ, আর আছে তাদের জন্য স্থায়ী 'আযাব।"

–(সূরা তওবা: ৬৮)

কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের চক্রান্ত ও কপটতা প্রকাশ পাবে। তারা নিজেদের দ্বিমুখী আচরণের জন্য অপমানিত হবে। কোরআনে বলা হয়েছে,

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٣

"সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরযা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।" (সূরা হাদিদ: ১৩)

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে থাকবে, এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

-(সূরা নিসা: ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা দুনিয়া, কবর ও আখিরাতের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান। তাদের দ্বিমুখী আচরণ ও অবিশ্বাস ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাই তাদের শাস্তি কাফেরদের চেয়েও কঠোর। ইসলাম মুমিনদের সতর্ক করেছে যেন তারা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো এড়িয়ে চলে এবং প্রকৃত ঈমান ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথে থাকে।

কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার উপায়

কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার উপায় ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, কাফের ও মুনাফিকরা উভয়ই আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়, এবং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে একজন মুসলিমকে অবশ্যই কাফের ও মুনাফিক হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিচে এই দুই অবস্থার থেকে বাঁচার জন্য করণীয় দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সঠিক বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করা

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাওহিদের ওপর দৃঢ় থাকা কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার মূল উপায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওত ও তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা পুরোপুরি গ্রহণ করা। আল্লাহর কিতাব, ফেরেশতাগণ, আখিরাত এবং তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٢

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না।"

-

(সূরা আল ইমরান: ১০২)

২. আমল ঠিক রাখা (সৎকর্ম করা)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, যা মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করে। আল্লাহর পথে যাকাত প্রদান করা, সৎকর্ম করা এবং অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা।

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ٢

"একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার "

-(সূরা আল কাহফ: ২)

৩. মিথ্যা এবং প্রতারণা থেকে বিরত থাকা

মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যা বলা এবং প্রতারণা করা। এ অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৪. নিয়মিত কোরআন পড়া ও শিক্ষা নেওয়া

কোরআন অধ্যয়ন এবং এর অর্থ ও শিক্ষা বুঝে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

"এ কিতাব সন্দেহাতীত, যা মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।"

-(সূরা বাকারা: ২)

৫. মুমিনদের সঙ্গে মেলামেশা করা

সৎ ও ধার্মিক লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা, যাতে তারা ইসলামের নীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। মুনাফিকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা, যারা দ্বিমুখী আচরণ করে এবং ফিতনা সৃষ্টি করে।

৬. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, যেন তিনি কাফের ও মুনাফিকদের পথ থেকে রক্ষা করেন।

৭. পরকাল স্মরণ করা

আখিরাতের শাস্তির ভয় হৃদয়ে ধারণ করা এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা।

কোরআন:

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨

"এবং তোমরা সেই দিনের ভয় কর, যে দিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কোন ব্যক্তি হতে কোন সুপারিশও গৃহীত হবেনা, কোন ব্যক্তি হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা।"

-(সূরা বাকারা: ৪৮)

কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সঠিক বিশ্বাস রাখা, সৎ কাজ করা, আল্লাহর ভয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমকে সর্বদা নিজের ইবাদত ও আচরণে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তার অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় থাকে এবং মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কাফের ও মুনাফিকদের পথ থেকে রক্ষা করুন এবং ঈমানদারদের পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

মুমিনের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মুমিন হওয়ার মানে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা নয়, বরং সেই বিশ্বাসের আলোকে নিজের জীবন পরিচালিত করা। মুমিনরা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে তাঁদের চরিত্র গঠন করেন এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান করেছেন। যারা ইহকালে ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্য পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨

"তারা বলে- 'আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানীরা অবশ্য অবশ্যই হীনদেরকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করবে।' কিন্তু সমস্ত মান মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

-(সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় পাত্র। আখিরাতে তাদের চিরশান্তির স্থান জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٨

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা।"

-(সুরা কাহফ: ১০৭-১০৮)

মুমিনের সম্মান কাবাঘরের চেয়েও বেশি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"একদিন রাসুল (সা.) কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। তিনি (কাবাকে লক্ষ্য করে) বলেন, ওহে আল্লাহর ঘর, তুমি কতই পবিত্র এবং তোমার সুঘ্রাণ কতই না মনমাতানো! তুমি কতই না মর্যাদাবান, কত সম্মানের অধিকারী! নিশ্চয়ই সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান, তাদের মাল ও রক্ত। এ জন্য আমরা মুমিনদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করি।"

-(ইবনে মাজাহ : ২/১৮৩০)

মুমিনের সম্মান ফেরেশতার চেয়েও বেশি। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন। আদম সন্তানকে তিনি অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি। তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদের অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। "

-

(সুরা বনী-ইসরাঈল : ৭০)

ফেরেশতা, জিন, মানব ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি। জিনজাতির চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। আদম সন্তানের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ মুমিন ওলি-আউলিয়া তাদের মর্যাদা সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর নবী-রাসুলগণ হলেন মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা তথা জিবরাইল (আ.), মিকাইল (আ.), ইসরাফিল (আ.) ও আজরাইল (আ.)-এর চেয়েও বেশি মর্যাদাবান। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

"ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন যে হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি মানবজাতিকে দুনিয়া দান করেছেন, তারা পানাহার করে, বস্ত্র পরিধান করে আর আমরা সদাসর্বদা আপনার প্রশংসা করি ও তাসবিহ পাঠ করি। আমরা পানাহার করি না কৌতুকও করি না। তাই মানবজাতিকে যেভাবে দুনিয়া দান করেছেন তেমনিভাবে আমাদের আখিরাত দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেন, যাদের আমি কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছি তাদের সমতুল্য এমন কাউকে করব না, যাদের আমি 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

- (আল মুজামুল আউসাত: ৭/৯৯)

মুমিনদের বন্ধুত্ব হলো আল্লাহর সাথে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। আল্লাহই তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে থাকেন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥٧

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তায়ালা তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অনন্ধকার থেকে আলোর দিকে।"

-(সূরা বাকারা-২৫৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٦٨

"মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবি এবং যারা এ নবির প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন মুমিদের বন্ধু। "

-(সূরা আলে ইমরান- ৬৮)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।"

-(সূরা আনফাল-১৯)

মুমিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অসীম এবং অনন্য। দুনিয়া ও আখিরাতে তারা বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারের অধিকারী। মুমিন হওয়া মানে কেবল ঈমানদার হওয়া নয়, বরং সেই ঈমানের আলোকে নিজের জীবন পরিচালিত করা। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, আল্লাহর ভালোবাসা, এবং চিরস্থায়ী শান্তি। একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি কাজ এবং চিন্তায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করে তোলে।

মুমিনের গুণাবলী অর্জনের উপায় সমূহ

মুমিন হওয়ার গুণাবলি অর্জন করা ইসলামী জীবনধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী মুমিন হওয়ার গুণাবলি অর্জন করার জন্য কয়েকটি মৌলিক পদক্ষেপ অনুসরণ করা জরুরি।

১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা

মুমিন হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং উপাসনার একমাত্র যোগ্য মনে করা। আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা এবং জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁকে স্মরণ করা অপরিহার্য।

২. নামাজ কায়েম করা

নামাজ মুমিনের জন্য একটি অপরিহার্য ইবাদত। এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ এবং মুমিনের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায় একজন মুমিনের আত্মিক প্রশান্তি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে।

৩. কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করা

কুরআন ও হাদিস মুমিনের জীবনের পথপ্রদর্শক। মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা

মুমিনরা সবসময় সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এটি তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৫. ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল করা

মুমিনরা জীবনের প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করেন এবং সব কাজে আল্লাহর উপর নির্ভর করেন। ধৈর্যশীলতা মুমিনের চরিত্রের একটি বড় গুণ।

৬. দানশীলতা ও যাকাত প্রদান করা

মুমিনের গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো দানশীলতা। যাকাত প্রদান এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া মুমিন হওয়ার একটি অপরিহার্য দিক।

৭. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ও প্রস্তুতি

মুমিনরা জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে সবসময় সৎ পথে চলার চেষ্টা করেন। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস তাদের জীবনকে সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে।

৮. নৈতিকতা ও আদর্শ আচরণ

একজন মুমিন সদাচরণকারী, সত্যবাদী এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। তিনি ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং অন্যের কল্যাণে কাজ করেন।

৯. আন্তরিকতা ও বিনয়

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে মুমিনদের মধ্যে বিনয় এবং আন্তরিকতা থাকা জরুরি। অহংকার মুক্ত জীবনযাপন একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

১০. প্রতিদিন আল্লাহকে স্মরণ করা ও তওবা করা

মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করা এবং পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

সংক্ষেপে, মুমিন হওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে হলে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন এবং মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করতে হবে। এই গুণাবলি কেবল আখিরাতে নয়, দুনিয়ার জীবনেও একজনকে শান্তি ও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উপসংহার

ইসলামে মুমিন, মুনাফিক, এবং কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের গুণাবলী নিয়ে যে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা মানবজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণায় কোরআন ও হাদিসের আলোকে এই তিন শ্রেণির মানুষের আচরণ, বৈশিষ্ট্য এবং পরিণতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা একজন মুসলিমের জন্য জীবনের আদর্শিক কাঠামো গঠনে সহায়ক।

মুমিনরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে সৎকর্ম এবং দানশীলতার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করে। তাদের জীবন আল্লাহর নির্দেশনা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে ইসলামি পরিচয় ধারণ করলেও তাদের অন্তর অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তাদের দ্বিমুখী আচরণ কেবল নিজেদেরই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কাফেররা সরাসরি আল্লাহ এবং তাঁর নির্দেশনাকে অস্বীকার করে, যার ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে।

এই গবেষণায় মুমিনদের জন্য কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত গুণাবলী যেমন সত্যবাদিতা, ধৈর্য, লজ্জাস্থানের হেফাজত, নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একইসাথে, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য যেমন মিথ্যা বলা, প্রতারণা, অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং লোক দেখানোর জন্য ইবাদতের চর্চা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। কাফেরদের শাস্তি এবং তাদের আলামত নিয়ে যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, তা মানবজাতিকে সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

পরিশেষে, মুমিনের গুণাবলী অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান মজবুত করা, সৎকর্মে মনোযোগী হওয়া, এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে মুক্ত থেকে আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে। এ ছাড়া, কাফের ও মুনাফিক হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তওবা, আত্মসমালোচনা, এবং সৎ সঙ্গ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মুমিনদের গুণাবলী অর্জন এবং কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

1. মুমিনের গুণাবলী - মাওলানা আবুল হোসাইন
2. কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন - মতিউর রহমান নিজামী
3. আত্মশুদ্ধি -২৭ - মুমিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ - মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ
4. https://www.dhakapost.com/religion/67327
5. https://khulnagazette.com/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF/
6. https://islamqa.info/bn/answers/20756/ইসলম-ও-মসলমন
7. https://dhakamail.com/religion/194442
8. wikipedia
9. https://quran.com/bn/
10. https://chatgpt.com/
11. https://www.hadithbd.com/
12. https://www.kalerkantho.com/print-edition/muktadhara/2015/10/26/283111
13. https://www.alkawsar.com/bn/article/2775/
14. https://muktobuli.com/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%AE-%E0%A6%8F/

15. https://www.somoynews.tv/news/2024-03-26/MQJN9EQ3
16. https://hadisbangla.wordpress.com/2021/01/12/%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
17. https://at-tahreek.com/article_details/6312
18. https://rowyakbd.com/50-virtues-of-mumin-described-in-the-quran/
19. https://www.jagonews24.com/religion/islam/982106
20. https://www.jagonews24.com/religion/news/81220
21. https://islamqa.info/bn/answers/22782/%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A5-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%A7%E0%A6%A4
22. https://www.linkedin.com/pulse/%E0%A6%AF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A7%9C%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%9F%E0%A6%9B%E0%A6%A8-jannat-ul-ferdous-ogwif
23. https://hadeethenc.com/bn/browse/hadith/4717

24. https://www.shomoyeralo.com/news/289041
25. https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/709321.details
26. https://www.amarsangbad.com/newspaper/news-162033
27. https://www.dhakapost.com/religion/48663
28. https://www.kalerkantho.com/online/muslim-world/2021/06/05/1040042
29. https://www.jagonews24.com/religion/news/205324
30. https://www.protidinersangbad.com/editorial/45852
31. https://www.alkawsar.com/bn/article/440/
32. https://www.bbarta24.net/religion/239141
33. https://www.deshrupantor.com/465500/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87
34. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2024/06/29/1401430
35. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/05/28/1150051
36. https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/
37. https://www.jagonews24.com/religion/islam/779048
38. https://www.alkawsar.com/bn/article/2794/
39. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2024/05/03/1384221

40. https://www.dhakapost.com/religion/248063
41. https://www.jugantor.com/tp-islam-and-life/878760#:~:text=%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%20%E0%A6%B8%E0%A6%AC%20%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0,%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%20%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93%2C%20%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%87%20%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%20%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A5%A4
42. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2024/10/31/1441092
43. https://www.jagonews24.com/religion/article/473022
44. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2024/07/27/1408996
45. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2023/08/11/1307195
46. https://www.ittefaq.com.bd/491565/%E0%A6%8F%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%B8.-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93
47. https://messagebd.net/subjectwise/121
48. https://www.alkawsar.com/bn/article/2046/

49. https://www.jagonews24.com/religion/islam/944317
50. Akidah sheet from Islamic Online Madrasha
51. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/07/27/1057422
52. https://m.dailyinqilab.com/article/413515/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF